CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 September, 2020 ■ আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১১ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি, আইনে পরিণত হল তিনটি কৃষি বিল

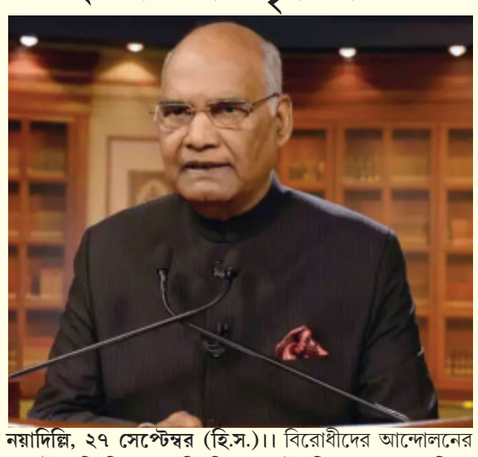

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। বিরোধীদের আন্দোলনের মধ্যেই কৃষি বিলে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হওয়া তিনটি কৃষি বিলে রবিবার স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ফলে তা এখন আইনে পরিণত হল। যা নিয়ে নির্দেশিকাও জারি করেছে সরকার।

১৮ সেপ্টেম্বর লোকসভায় এবং ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্যসভায় পাশ হয়েছিল কৃষি বিল। রাজ্যসভায় বিল পাশ করাতে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধীরা। যদিও সেই অভিযোগ খণ্ডন করে সরকার। তিনটি বিলের মধ্যে রয়েছে ফার্মার্স প্রোডিউস ট্রেন অ্যান্ড কমার্স(প্রোমোশন অ্যান্ড ফেলিসিটেশন) বিল ২০২০, ফার্মার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন) এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড প্রাইস অ্যাসিওরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিস বিল ২০২০। কৃষি বিল সংসদে পাশ হওয়ার পরেই দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কৃষিবিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এনডিএ ত্যাগ করেছে এনডিএ-র দীর্ঘদিনের সহযোগী পঞ্জাবের অকালি দল। বিলে অনুমোদন না দিতে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ তিন কৃষি বিল সংসদে পাশ হওয়ার পর ডজনেরও বেশি বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করে বিলে সই না করতে অনুরোধ করেছিল। সংসদকে অবজ্ঞা করে এবং অসংবিধানিক ভাবে বিল পাশ করানোর অভিযোগ করেছিলেন তারা।তবে এরই মধ্যে রবিবার কৃষি বিলে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হওয়া তিনটি কৃষি বিলে আজ স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ফলে তা এখন আইনে পরিণত হল। যা নিয়ে নির্দেশিকাও জারি করেছে সরকার।

শক্তিশালী কৃষকরাই আত্মনির্ভর ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। কৃষি বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি যতই বিরোধিতা করুক না কেন।কেন্দ্র যে কৃষকদের স্বার্থটাই সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, রবিবারের মান কি বাতে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।আত্মনির্ভর ভারতের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করতে হলে কৃষক এবং কৃষি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী হতে হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার রেডিওতে সম্প্রচারিত মান কি বাতের মাসিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সম্প্রতি দেশের কৃষি ক্ষেত্র নিজেকে শৃংখল মুক্ত করেছে।প্রবল ঝড়ের মধ্যেও যেসব কৃষকরা মাটিতে দাঁড়িয়ে নিরন্তন কাজ করে যায়। এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও তারা অসাধারণ উদাহরণ রেখে গিয়েছেন।এমন সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের কৃষি ক্ষেত্র নিজের শক্তি দেখিয়ে চলেছে।আমাদের কৃষক, কৃষি ক্ষেত্র হচ্ছে আত্মনির্ভর ভারতের ভিত্তি।

তারা শক্তিশালী হলে আত্মনির্ভর ভারতও শক্তিশালী হবে।সম্প্রতি বহু শৃংখল থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে কৃষকেরা। যে মিথ তৈরি হয়েছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে কৃষকরা যে খুশি সেই সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে বহু কৃষক এবং কৃষি সংগঠনগুলির তরফ থেকে তার কাছে একাধিক চিঠি এসেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণমুক্তি পরিষদের মিছিলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ শান্তিরবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ সেপ্টেম্বর।। গনমুক্তি পরিষদের মিছিল ও সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠে দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার পতিছড়ী ড্রপগেইট এলাকায়। উপজাতি গনমুক্তি পরিষদের শান্তিরবাজার বিভাগীয় কমিটির উদ্দ্যোগে ১১ দফার দাবির ভিত্তিতে মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয় রবিবার।

এদিনের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গনমুক্তি পরিষদের শান্তিরবাজার মহকুমা সম্পাদক পরিক্ষিৎ মুড়াসিং, গন আন্দোলনের নেতা শ্রীমন্ত দে, অঞ্চল কমিটির সম্পাদক ও অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ। গণমুক্তি পরিষদ কতৃক আয়োজিত আজকের এই মিছিলটি শান্তিরবাজারের মুড়াসিং পাড়া ও উত্তর তাকমা দুই জায়গা থেকে পৃথকভাবে সংগঠিত হয়ে ড্রপগেইট এলাকায় এসে পথ সভায় মিলিত হবার কথা ছিল। এরই মধ্যে উত্তর তাকমা থেকে একটি মিছিলের রেলি ড্রপগেইট সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ড্রপগেইট এলাকায় কিছু সংখ্যক বাইক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে।

পরবর্তী সময় মুড়াসিং পাড়া থেকে আগত রেলির লোকজন ড্রপগেইট এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সকলে একত্রিত হয়ে বাইক বাহিনী বাইক রেখে প্রাণ রক্ষার জন্য পালিয়ে যায়। এরই মধ্যে গণমুক্তি পরিষদের কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে বাইক বাহিনীর বাইক গুলো ভাংচুর করে। পরবর্তী সময় ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই মিছিল সম্পর্কে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরিতে নিযুক্তির দাবী জানাল ১০৩২৩ এর একটি সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অবিলম্বে সরকারি চাকুরিতে নিযুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে ১০৩২৩ এডক শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ জানান বিগত সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যে ভুল করে গেছে বর্তমান সরকার যেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে নজর দিতে অনুরোধ জানিয়েছে সংগঠন। চাকরিচ্যুত শিক্ষক ও তাদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবিলম্বে তাদের নিযুক্তির ব্যবস্থা করতে আর্জি জানানো হয়েছে। অবিলম্বে তাদেরকে চাকুরীতে নিযুক্ত করা না হলে তারা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে বলেও জানানো হয়। তবে সংগঠনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গকুলনগরে নেশাগ্রস্ত মহিলার তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর বন্ধন ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় একটি অপরিচিত নেশাগ্রস্ত মহিলা জাতীয় সড়কে তাণ্ডব চালায়। জানা যায় সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ওই অপরিচিত মহিলাকে দেখতে পায় এলাকার জনসাধারণ।

উক্ত মহিলার তাণ্ডবে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক এবং রাস্তা দিয়ে এলোমেলোভাবে হাঁটতে শুরু করে। এই মহিলার এলোমেলো তাণ্ডবে দুর্ঘটনায় পড়ে একটি বাইক এবং অন্ধকারের মধ্যে হামলে পড়ে কয়েকটি বাড়িঘরেও পরবর্তী সময়ে কয়েকজন মহিলার দাঁড়া আটক করা হয় নেশাগ্রস্ত মহিলাকে এবং বিশালগড় মহিলা থানায় খবর দিয়ে পুলিশ হাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে মৃত্যু এক আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। রবিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের অগ্নিপাশা বালকমণি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে স্থানীয় চার নম্বর ওয়ার্ডের প্রয়াত জনৈক সুরেন্দ্র দাসের বছর ৬৫-এর ছেলে সুমন্ত দাস বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও সুমন্ত দাস তাঁর গরু নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এমন সময় গুয়াহাটি থেকে ওষুধ বোঝাই আগরতলাগামী টিআর ০১ সি ১৮৭৮ নম্বরের ছয় চাকার একটি ট্রাকের নীচে পড়ে যান সুমন্ত। ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান গৃহস্থ সুমন্ত দাস। এদিকে তাঁর গরুর পিছনের বা পা-ও থেঁতলে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শী পথচলতি মানুষজন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। জড়ো হয়ে যান লোকজন। খবর পাঠানো হয় পানিসাগর ফায়ার সার্ভিসে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসেন। আসে পানিসাগর থানার পুলিশও। জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বাড়ি থেকে ছুটে আসে নিহত সুমন্ত দাসের ছেলে জীবন্ত ও অন্যরা। সুমন্ত দাসের মর্মান্তিক মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তাঁরা চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। এদিকে ঘাতক ট্রাক সহ তার চালক নিখিল সুব্রধর (৪৫)-কে আটক করেছে পুলিশ। নিখিলের বাড়ি আগরতলার খয়েরপুরে। ট্রাক চালক ও ওষুধ বোঝাই ট্রাকটি পানিসাগর থানার হেফাজতে আছে।

অপরদিকে নিহত সুমন্ত দাসের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পানিসাগর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের পর আজ সন্ধ্যার দিকে মৃতদেহ তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সাথে অভব্য আচরণ ধুন্ধমার কান্ড উদয়পুরের রমেশ চৌমুহনীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই গাড়ির কাগজপত্র চেকিং এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্র বাধালেন আগরতলার জনাকয়েক নারী পুরুষ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার সরকারি ছুটির দিনে উদয়পুর মাতারবাড়ি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে আসেন আগরতলা জগহরি মুড়ার বাসিন্দা রাজীব রায়, পিতা সজল রায় এর পরিবার।

উদয়পুর মাতাবাড়ি মন্দিরে পূজা শেষে ফেরার পথে টিআর ০১এএম ০৫৫০ নম্বরের সুইফট গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার রাজীব রায় জগহরি মুড়া আগরতলা যাওয়ার পথে আরকেপুর থানাধীন রমেশ চৌমুনী ট্রাফিক পোস্টে আসতেই পুলিশ তাদের গাড়ি থামাতে নির্দেশ দেয়। কারণ এই গাড়িতে মোট ড্রাইভার সহ সাতজন যাত্রী ছিল। অতিরিক্ত যাত্রী থাকার পরও পুলিশ গাড়ির কাগজপত্র দেখতে চাইলে, যান চালক সহ গাড়িতে থাকা মহিলা পুরুষ মিলে ওই পুলিশ অফিসারকে লেখার অযোগ্য বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন।

এই ঘটনায় রমেশ চৌমুনী এলাকায় হইচই বেঁধে যায়। গাড়িতে থাকা মহিলারা পুলিশ অফিসারকে দেখে নেওয়ার হুমকি সহ ট্রাফিক অফিসারকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করতে শুরু করেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত হলেন যশোবন্ত সিং

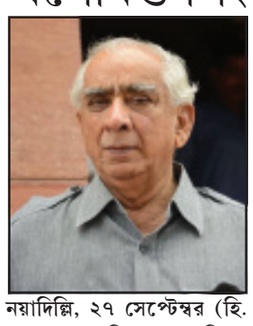

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে রবিবার রাজধানী দিল্লির সেনা হাসপাতালে সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিং।

হাসপাতালে তরফ থেকে জানানো হয়েছে শারীরিক একাধিক অসুস্থতা নিয়ে গত ২৫ শে জুন থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।তার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ ছিল।বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এদিন নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে দেশকে সেবা করে গিয়েছিলেন যশোবন্ত সিং। প্রথম একজন সেনাকর্মী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

‘কাঁচা’ দলিলে জমি বিক্রি নিয়ে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর।। জেঠতুতো বোন ভাইয়ের কাছে জায়গা বিক্রি করে কাঁচা দলিল মাধ্যমে। কিন্তু বোন ওই জায়গা বিক্রি করেন আরেক মহিলা কাছে। এই নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ঘটনা কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুরী ডি-ব্লক অন্তর্গত। জানা যায় অধীর রুং রিয়াং এর মা প্রয়াত যাওয়ায় শ্রাদ্ধ করার জন্য জেঠতুতো ভাই নম চরন রিয়াং কাছে দুই কানি জায়গা বিক্রি করেন ১০,০০০ টাকার বিনিময়ে। ১৯৯৫ সালের ১৬ অক্টোবর স্টাম্পের মাধ্যমে কাঁচা দলিল করেন।

এর সাক্ষী ছিল পাচ জন। এরা হল সৃতি রঞ্জন রিয়াং ,তরন জয় রিয়াং ,লাল মোহন রিয়াং সহ আরো দুইজন। ঐ জায়গাতে নম চরন রিয়াং দীর্ঘ দিন ধরে ধানের ফসল করে আসছেন। রেজিস্টারি করবেন বলে আসেন নি অধীর রুং রিয়াং। ফের ঐজায়গা কিছুদিন আগে তিনি তারাবাতি রিয়াং এর কাছে বিক্রি করে দেন। এই ব্যাপারে পাড়ার চৌধুরী সমাজ বৈঠক ডাকলে তারা বতি রিয়াং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা প্রভাবে পালিত হল না বিশ্ব পর্যটন দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। আজ বিশ্ব পর্যটন দিবস।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এবছর ঘটা করে রাজ্যে কোন অনুষ্ঠান করা হয়নি।রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায় রাজ্যবাসীকে পর্যটন দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শুভেচ্ছা বার্তায় পর্যটন মন্ত্রী বলেন এ বছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে পর্যটন দিবস উপলক্ষে কোন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা না হলেও আগামী বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় পর্যটন দিবস পালন করা হবে।তিনি বলেন করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসী খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছেন।ঘটা করে পর্যটন দিবস পালন করার বদলে রাজ্যবাসী যেভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তাতে তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজো শরণার্থীদের পুণর্বাসন চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবী জানাল ব্রু রায় পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। ব্রু সংগ্রমা মথহ নামে দক্ষিণ ত্রিপুরা বীরচন্দ্র মনু ভিত্তিক একটি ধর্মীয় সংসা রিয়াং জনজাতি ”কাস্টমারি ল” প্রণয়নের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে যখন রিয়াং সমাজের ”কাস্টমার ল” প্রণয়ন প্রক্রিয়া চলছে, সেই সময়ে সরকারি প্রক্রিয়াকে বানচাল করার লক্ষে ব্রু সংগ্রমা মথহ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক খানারাম রিয়াং তার সঙ্গপাঙ্গ দের নিয়ে তীব্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছেন। খানারাম রিয়াং শাসক দলের জনজাতি বিধায়ককে বিভিন্ন ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করে মনগড়া ভাবে সংকলিত রিয়াং সম্প্রদায়ের কাস্টমারী ল বই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে

দিয়েছেন।

আসলে রিয়াং জনজাতির স্বঘোষিত সামাজিক এবং ধর্মীয় নেতা খানারাম রিয়াং রাজ্যের বিভিন্ন রিয়াং অধ্যুষিত এলাকাতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার নামে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। যা কাসকাউ -রায় পরিষদ এবং ব্রু সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশন যৌথভাবে তীব্র নিন্দা জানায়। রবিবার মালঞ্চবাসে ব্রু মথহ এবং ব্রু সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশন কতৃক আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান ব্রু রায় পরিষদের চেয়ারম্যান পঞ্চরাম রিয়াং।

তিনি আরো বলেন, আগরতলায় সংগংমা মথহ নামক ধর্মীয় সংগঠনের নামে প্যাল্যাসকম্পাউন্ডস্থিত আনন্দময়ী আশ্রমের অন্তর্গত রিয়াংদের কুলদেবী সংগংমা মন্দিরের জায়গা বিনিময়ে সমগ্র রিয়াং সম্প্রদায়ের জন্য যে বাস্তু জমি রাজ্য সরকার বরাদ্দ করা হয়েছে তা বাতিল করে রিয়াং জনজাতিদের মধ্যে যারা গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস এবং বিশ্রামাগার নির্মানের জন্য সেই জমি বরাদ্দ করা হোক বলে দাবি জানান তিনি। এছাড়াও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩৪১ ◘ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◘ ১১ আশ্বিন ◘ সোমবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

পুরুষ-মহিলা সমতা

একুশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ নহে, মেয়েদের জন্যও এই আইন করিবার প্রস্তাব দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমানে মেয়েদের আইনত বিবাহযোগ্য হইবার বয়স আঠারো, পুরুষদের একুশ বৎসর। প্রধানমন্ত্রী পুরুষ-মহিলা সমতা আনিতে চাহিয়াছেন। তাহাতে মেয়ে ও শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যে উন্নতি হইবে, এমনই বলিয়াছেন তিনি। তাঁহার যুক্তিতে ভুল নাই। রক্তাল্পতা, অপুষ্টিতে শীর্ণ মেয়েরা নাবালিকত্ব অতিক্রম করিতে-না করিতে গর্ভবতী হইয়া পড়িলে জননী ও শিশু, উভয়ের প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেয়। শিশুর স্বাস্থ্য যে শুধু জননীর বয়স ও পুষ্টির উপরেই নির্ভর করে এমন নহে, তাহার সম্পর্ক শিক্ষার সহিতও তেমনই নিবিড়। একুশ বৎসর বিবাহের ন্যূনতম বয়স হইলে পিতৃগৃহে তিন বৎসর অধিক সময় কাটাইবার নিশ্চয়তা মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়াইতে পারিবে, আশা করা চলে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, নিজের জীবনের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, এই সকলই মেয়েদের সক্ষমতা বাড়াইবে। তাই সাদা দৃষ্টিতে একুশ বৎসর ন্যূনতম বয়স করিবার প্রস্তাবে আপত্তির কিছুই নাই।

কিন্তু জীবনে ধূসর এলাকাই অধিক। মেয়েদের সক্ষমতা, বিশেষত যৌনতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কখনওই মান্য করে নাই। মেয়েদের শ্রম ও প্রজনন, এই দুই শক্তিকেই পরিবার নিজের কুক্ষিগত করিতে চাহিয়াছে। রাষ্ট্র আঠারো বৎসরের পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া, নাবালিকার সহিত যৌনসংসর্গের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান দিয়া, অকালবিবাহ বন্ধ করিতে সরকারি কর্মী নিযুক্ত করিয়াও তাই নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করিতে পারে নাই। আইন মানা হইলেও নামমাত্র। মেয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া সাবালিকা হইলে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে লইবে, আশা করিয়াছিলেন আইনপ্রণেতারা। কার্যক্ষেত্রে পরিবার তাহাকে সেই সুযোগই দেয় না। বিবাহ স্থির হইয়া থাকে, কন্যা আঠারো বৎসরে পড়িলেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নিজের মতে জীবন কাটাইতে অনেক কিশোরী পলাইয়া বিবাহ করে। সাম্প্রতিক কয়েকটি সমীক্ষায় প্রকাশ, পরিবারের উদ্যোগে নাবালিকা বিবাহের তুলনায় এমন পলাতক বিবাহের সংখ্যা অধিক। সকল আর্থ-সামাজিক শ্রেণিই মেয়েদের সক্ষমতার বিরোধী, কিন্তু দরিদ্র ও স্বল্পশিক্ষিত পরিবারে নাবালিকা বিবাহ সর্বাধিক। লকডাউনের পরবর্তী মাসগুলিতে অন্তত পাঁচশো নাবালিকা বিবাহের তথ্য পাইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। অধিকাংশই নিতান্ত দরিদ্র পরিবার, আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার মুখে কন্যাদায় ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহে। এই মানুষগুলি সকল দিক হইতেই বিধিবদ্ধ সমাজে প্রান্তবাসী। তাঁহাদের শাস্তিযোগ্যতা আরও বাড়াইয়া রাষ্ট্রের লাভ কী? তাই প্রশ্ন উঠিবে, বিবাহের বয়স পিছাইবার লক্ষ্য অতি উত্তম, কিন্তু আইন প্রণয়ন ভিন্ন তাহার অপর পদ্ধতি কি নাই? দরিদ্র পরিবারগুলির নিকট উচ্চশিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, এবং সর্বোপরি মেয়েদের কাজে নিয়োগের সুযোগ বাড়াইলে বিবাহের প্রতি ঝোঁক কমিবে। স্বতই যাহাতে নাগরিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে গ্রহণ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবার অনেক উপায় সরকারের হাতে রহিয়াছে। সকল সময়ে আইনের লাঠি দিয়া তাড়াইবার প্রয়োজন নাই। ঔপনিবেশিক শাসনরীতি ভুলিয়া নাগরিকের সক্ষমতার লক্ষ্যে সহমর্মী প্রশাসন প্রয়োজন।

বিজেপি—র কেন্দ্রীয় সম্পাদক হয়েই বেফাঁস মন্তব্য অনুপমের, শুরুবিতর্ক

কলকাতা, ২৭সেপ্টেম্বর (হি. স.): সদ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হয়েই বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ান অনুপম হাজরা। রবিবার বারুইপুরে এক কর্মী সভায় যোগ দেন তিনি। সেখানে বহু কর্মী সমর্থকদের ভিড় হয়। সেখানেই স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ' করোনা হলে মুখ্যমন্ত্রীকে আগে জড়িয়ে ধরবো'। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এদিন ওই কর্মীসভায় প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থক এর ভিড় হয়। এখানেই স্বাস্থ্যবিধি কতটা মানা হচ্ছে তাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বেশিরভাগ কর্মী-সমর্থকদের মুখেই মাস্কের দেখা মেলেনি। এর পরেই অনুপম বাবু কে প্রশ্ন করা হয় স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে। তিনি এর পরিপ্রেক্ষিতে জানান, 'আমাদের কর্মীরা করোনার থেকেও বড় শত্রুর সঙ্গে লড়ছেন। লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তারা যেহেতু করো না আক্রান্ত হয়নি তাই আমাদের কর্মীরাও আর কোন ভয় পায় না। আমার করোনা হলে আগে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরবো।'

এরপরে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জানান, ' অমানবিকভাবে করোনা রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের দেহ কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা মৃত বিড়াল ও কুকুরের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিনা।'

অনুপম হাজরার এই মন্তব্যের পর এই বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তার এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে জানান, 'কেবল উন্মাদ এবং অপরিণত ব্যক্তিরাই এই ধরনের কথা বলতে পারে'।

রবিবাসরীয় বিকেলে কৃষি বিলের প্রতিবাদে তৃণমূলের জোড়া মিছিল ঘিরে কোন্দল

হাওড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি স): কৃষি বিল পাস হওয়ার পর থেকেই উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। কৃষি বিল পাস হওয়ার পরের দিন থেকেই পথে নেমেছে রাজ্যের শাসক দল। ব্যতিক্রম হল না রবিবার ও। রবিবাসরীয় বিকেলে কৃষি বিলের প্রতিবাদে হাওড়ায় তৃণমূলের জোড়া মিছিল।

এদিন একটি মিছিল ছিল দাসনগর থেকে ময়দান পর্যন্ত মিছিল ডেকেছিলেন। অন্য মিছিলটি ছিল মন্দিরতলা থেকে মল্লিকফটক পর্যন্ত। দাসনগর থেকে ময়দান পর্যন্ত মিছিলের মূল উদ্যোক্তা হাওড়ার জেলা সভাপতি লক্ষ্মীরতন শুক্ল। সেই মিছিলে ছিলেন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অন্যদিকে মন্দিরতলা থেকে মল্লিকফটক পর্যন্ত মিছিলের উদ্যোক্তা ছিলেন মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়। কিন্তু একই দলের দুই মিছিলে দেখা গেল কোন্দল।

অরূপের মিছিল প্রসঙ্গে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " এই মিছিল জেলা সভাপতি ডেকেছেন। এটাই অরিজিনাল। যদি কেউ পাল্টা মিছিল করেন তাহলে দলের শৃঙ্খলা থাকে বলে আমি মনে করি না "। অন্যদিকে আবার মিছিল প্রসঙ্গে অরূপ রায় বলেন, " গত ১৯ তারিখ থানাকে চিঠি দিয়ে মিছিলের অনুমতি নিয়েছি। এটা মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের মিছিল"।

এই প্রথমবার দুর্গাপুর থেকে বোল্ডার বোঝাই ওয়াগন যাবে বাংলাদেশ, টুইট রেলমন্ত্রীর

দুর্গাপুর, ২৬ সেপ্টম্বর(হি.স.): অর্থনৈতিক উন্নতিতে ভারতীয় রেলের নতুন উদ্যোগ। এই প্রথম বোল্ডার বোঝাই ওয়াগন বাংলাদেশ যাবে। ইতিমধ্যে দুর্গাপুর থেকে ওই রেক বোল্ডার বোঝাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার এমনই বার্তা টুইটে জানালেন রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল।

আসানসোল রেল ডিভিশন সূত্রে জানা গেছে, রেলের ব্যাবসায়িক ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য এধরনের উদ্যোগ। অতীতে সিউড়ি থেকে স্টোন চিপসগেছে। তবে এই প্রথমবার বোল্ডার যাবে বাংলাদেশে। ইতিমধ্যে ৫৮ টি ওয়াগনের একটি রেক দুর্গাপুরে বোল্ডার লোডিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। প্রায় ৩ হাজার ৪০০ টন বোল্ডার রয়েছে। বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার অপেক্ষা।

লাগাখে স্থায়ী অচলাবস্থা সৃষ্টি হল, এরপর কী

বরুণ দাস

পূর্ব লাদাখে চিন-ভারত সীমান্তে স্থায়ী অচলাবস্থা (পার্মানেন্ট স্টেলমেন্ট) সৃষ্টি হয়েছে। চিনাদের আচরণ থেকে পরিষ্কার যে ছয় 'রাউন্ড' আলোচনার পরও তারা ভারত ভূখণ্ডের যে সব জায়গা দখল করে নিয়েছে সেই সব জায়গা তারা ছাড়বে না। তাদেরকে সরাতে গেলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। তার ফলে অনিবার্যভাবেই চিন ও ভারতের মধ্যে একটা স্থানীয় যুদ্ধ লাগবে এবং সেই স্থানীয় যুদ্ধটা যে শেষ পর্যন্ত চিন-ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সম্ভবত সেই কারণেই ভারতের রাষ্ট্রনায়করা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করছেন।

অপর দিকে ভারতও একটা কাজ করে ফেলেছে। সারা চিন-ভারত সীমান্তে ভারত ব্যাপক সামরিক শক্তি সমাবেশ করেছে। পদাতিক বাহিনী (ইনফ্যান্ট্র), সাঁজোয়া বাহিনী (আর্টিলারি), ট্যাঙ্ক ;, ক্ষেপণাস্ত্র (মিসাইল) ছাড়াও বিমানবাহিনীকেও পড়াইয়ের জন্য পুরোপুরি তৈরি করে রেখেছে। ফলে এখন আর চিনের পক্ষে নতুন করে কোন ও ভারত ভুখণ্ড দখল করা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে ভারতের সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধবে এবং সে জন্য দায়ী হবে চিন। চিনের পক্ষেও এখন সোজাসুজি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ নামতে গেলে দশ বার ভাবতে হবে। কোরণ চিন এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একেবারে এক ঘরে।

চিনের সঙ্গে ভারতের বর্তমান সংঘাত সৃষ্টি হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া কোন পক্ষ নেয়নি বটে, কিন্তু চিনের পক্ষে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি। বরং ভারতকে আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম তারা ভারতকে সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলি তারা সব সরবরাহ করবে এবং ঠিক সময় মতো করে যাবে। এইসব সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে এস -৪০০ ট্রায়াম্ফ অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেম, যা শত্রুর বিমানহানা রোধ করতে পারে, শুধু বিমানকে অনেক দূর থেকে ধ্বংস করে দিতে পারে, ক্রুর ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রকেও মাঝ আকাশেই ধ্বংস করে দিতে পারে। এই বছরের শেষেই প্রথম ট্রায়াম্ফ অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেম পেয়ে যাবে বলে ভারত আশা করেছে। তার পর একটা একটা করে বাকিগুলি আসবে।

চিনের সঙ্গে যদি ভারতের যুদ্ধ বাধে, মানে চিন আবার ভারত আক্রমণ করে তাহলে চিনেরও বিপদ আছে। প্রথমত, ২০২০-র ভারত আর ১৯৬২-র ভারত এক নয়। এবারের লড়াইটা-তার শেষে পরিণাম যাই হোক একতরফা হবে না। দ্বিতীয়ত চিনের সঙ্গে বিরোধ বা সংঘাতে যে রাষ্ট্রগুলি খোলাখুলি ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই দেশগুলি নৌবাহিনী যদি ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে একযোগে মাল্লক্কা প্রণালী অবরোধ করে, যাতে কোনও চিনা জাহাজ মালালক্কা প্রণালীতে না ঢুকতে পারে, না বেরোতে পারে, তাহলে চিনও কিন্তু বিপদে পড়বে। চিন যে বিপুল পরিমাণ তেল আমদানী করে এবং যার পরিমাণটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে তার ৮০ শতাংশই আসে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে। শুধু তেল নয়, চিনের মোট আমদানীর (সব পণ্য মিলিয়ে) একটা বড়ো অংশ ও আসে মালাক্কা প্রণালী হয়ে। ফলে মালাক্কা প্রণালী অবরুদ্ধ হলে চিনের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপরেই তার ধাক্কাটা গিয়ে লড়বে।

আর যদি লাদাখে চিন -ভারত যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধ যদি লাদাখেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে কী হবে? প্রথমত এই যুদ্ধটা হবে হিমালয় রেঞ্জের সুউচ্চ পার্বত্য এলাকায়। এবং পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধে যে ভারতের থেকে শক্তিশালী, পারদর্শী ও অভিজ্ঞ সেনা আর কোনও দেশেই নেয় এমন কি চিনেরও নেই, তা সারা বিশ্ব জানে, এমনকি চিন নিজেও সেটা ভালোরকম জানে। সম্প্রতি চিনের একটি সামরিক পত্রিকা মডার্ন ওয়েপনরি-তে ওই পত্রিকার বরিষ্ঠ সম্পাদক হুয়াং গুওঝি লিখেন,At present, the world's largest and experienced country with plateau and mountain troops is neither the US Russia, cor any European power-house but India. with mon than 200.000 troons in 12 di-visions the Indian mountain Force si the largest mountain fighting force in the World.

চিনারা কোনও দিন যুদ্ধ করেনি। লং মার্চ কে যুদ্ধ বলা যায না। সেটাকে বড়োজোর গৃহযুদ্ধ বলা যায়। ১৯৭৯ সালে চিনা সৈনরা একবার সীমান্ত অতিক্রম করে ভিয়েৎনামে ঢুকিছিল। সেবার ভিয়েৎনাম সেনারা চিনাদের বেদম পিটিয়ে দেশ থেকে বের করে দেয়। তার পরে চিনারা আর কোনও দিন ভিয়েৎনামকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি। আর ১৯৫০ সালে চিনা বাহিনী গিয়ে যে তিব্বত দখল করেছিল সেটাকেও যুদ্ধ বলা যায় না। কারণ তিব্বতের কোনও সৈন্যবাহিনীই ছিল না। যে নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী প্রাসাদ পাহারা দিত, তারা চিনে সৈন্য বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। বলতে গেলে বিনা যুদ্ধে এবং বিনা রক্তপাতে চিনারা তিব্বত দখল করে। কোনও রকমে তাদের হাতে ধরা পড়া থেকে বেঁচে দলাই লামা ভারতে চলে আসেন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু তাঁকে সসম্মানে ভারতে আশ্রয় দেন। দলাই লামা আজও ভারতে আছেন এবং ভারতের বিরুদ্ধে চিনের গাত্রদাহের সেটাও অন্যতম করাণ।

অপর পক্ষে ভারতীয় সেনারা প্রতম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছে এবং দেশ স্বাধীন হবার পর অন্তত চার বার পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই করেছে। ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনারা গিয়ে বাংলাদেশকে পাকিস্তানী সেনার দখলদারী থেকে মুক্ত করে। পাকিস্তান ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়, স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মলাভ করে। ১৯৯৯ সালে যখন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে অন্ধকারে রেখে জেনারেল মুশারফ কার্গিল অভিযান করেন তখন ভারত সরকার আরোপিত অনেক বিধিনিষেধ মেনেও ভারতীয় বাহিনী কার্গিলের ওই দুর্গম পার্বত্য এলাকা থেকে পাক সেনাদের পালাতে বাধ্য করে। লাদাখে যদি ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘর্ষ হয় তাহলে সেটাই হবে চিনা সেনাদের পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা।

চিনকে আজ আর পৃথিবীর কোনও দেশ বিশ্বাস করে না। আর ছোটো দেশগুলি চিনকে ভয় পায়। এই রকম অনেক দেশ, যাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য চিন দরজা হাতে আর্থিক সাহায্য করেছিল তারা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছে যে চিনা সাহায্য -এর পরিণতি কী। এই সব দেশ খেন দেখছে যে তারা চিনের কাছে ঋণের জালে জড়িয়ে গেছে। কারণ মূল টাকা এবং তার ওপরে দেয়া সুদের পরিমাণটা এমন দাড়িয়েছে যে তা শেষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে চিনারা একটা আধুনিক বন্দর নির্মাণ করেছিল। নির্মাণ যখন শেষ হল তখন শ্রীলঙ্কা টের পেল যে চিনাদের দেওয়া ঋণ ও সুদ শোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে সেই বন্দর, যার নাম হাম্বানটোটা, তার বেশির ভাগ শেয়ারই তারা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হল সেই চিনা কোম্পানির কাছে, যারা ওই বন্দর বানিয়েছিল। ফলে হাম্বানটোটা বন্দরের মালিক এখন চিন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে যারা যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে তাদের শেষ পরিণতি বড়ো করুণ হয়। হিটলারের সাধের হাজার বছরের রাইখ টিকে ছিল মাত্র বারো বছর (১৯৩৩-৪৫)। হিটলারকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। জাপান আত্মসপর্ণন করেছিল দু'টি পারমাণবিক বোমা পড়ার পর। আর মুসোলিনীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। শক্তির দম্ভ শেষ পর্যন্ত দাম্ভিককেই বিনাশ করে এবং আরও ব্যাপক বিন্যাশ করে সেই সব দেশের সেই সবে লোকদের যারা ওই যুদ্ধ বাধায়গুলি, বাধাতে চায়ওনি। লাগাখে চিনারা যদি ভারতের সঙ্গে সামরিক শক্তি পরীক্ষায় নামে তাহলে তাদেরও শেষ পরিণতিটা ভালো হবে না। ভারত সব রকমে যুদ্ধ এড়াতে চায়, কিন্তু যুদ্ধ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যাঘাত করবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিহারের জাতীয় সড়ক কীভাবে সুরক্ষিত করা সম্ভব : আর কে সিনহা

এখন থেকে বিগত তিন বছরের তুলনায়, দেশের জনগণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আসা-যাওয়া অনেক বেশি বাড়িয়েছেন। কেরিয়ারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অথবা কর্মসূত্রে এক শহর থেকে অন্য শহরে বসবাস শুরু করেছে জনগণ। এর ফলে জাতীয় সড়কে যাতায়াত অনেকটাই বেড়েছে। যাঁরা আকাশপথে অথবা ট্রেন পথে নিজেদের গন্তব্যে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন, তাঁরা সড়কপথকেই বেছে নেন। সড়কপথে পণ্য পরিবহণও সহজেই হয়ে যায়। দেশে সবচেয়ে বড় হাইওয়ে নেটওয়ার্ক উত্তর প্রদেশে। উত্তর প্রদেশে ৮,৪৮৩ কিলোমিটার লম্বা হাইওয়ে রয়েছে। এরপরই বিহার। বিহারে জাতীয় সড়ক ৪,৯৬৭ কিলোমিটার লম্বা। অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও হাইওয়ে দীর্ঘতম। ভারতে এই মুহূর্তে ১ লক্ষ কিলোমিটার লম্বা জাতীয় সড়কের জাল বিস্তৃত।

জাতীয় সড়কের কল্যাণ হবেই

এরইমধ্যে, বিহারের জন্য এই সুখবর এসেছে যে, বিহারে ১৪ হাজার কোটি টাকার জাতীয় সড়ক প্রকল্পের শিল্যানাস হয়েছে। এর ফলে বিহারে জাতীয় সড়কের বিস্তার হবে। জাতি সড়ক প্রকল্পে তিনটি বড় সেতু এবং জাতীয় সড়ককে চারটি লেন তথা ৬টি লেনে আপগ্রেড করা হবে। বিহারে এখন সমস্ত নদীর উপর সেতু তো অবশ্যই হবে এবং সমস্ত প্রধান জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করা হবে। এই মুহূর্তে বহারে জাতীয় সড়কের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। পূর্ব বিহারকে পশ্চিম বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য চারটি লেন বিশিষ্ট পাঁচটি প্রকল্প এবং উত্তর বিহারকে দক্ষিণ বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ছ'টি প্রকল্পের কাজ চলছে। নিঃসন্দেহে, বিহারের যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল বড় বড় নদীগুলির প্রবাহ ও দ্রুত প্রবাহ। এজন্যই বিহারের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজ ঘোষণায়, সেতু নির্মাণের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। গঙ্গা নদীর উপর ১৭টি সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে অধিকাংশ সমাপ্ত হওয়ার পথে। একইভাবে গন্ডক ও কোসি নদীর উপরও সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। পাটনা রিং রড এবং পাটনায় গঙ্গা নদীতে মহাত্মা গান্ধী সেতুর সমান্তকরণ এবং বিক্রমশীলা সেতুর সমান্তকরণ নির্মাণে পাটনা এবং ভাগলপুরের মধ্যে যোগাযোগে উন্নতি হবে।

সুরক্ষিত হোক জাতীয় সড়ক

একটি বিষয় বুঝে যাওয়া উচিত, হাইওয়ে নির্মাণের পরে, বিহার সরকারকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে হাইওয়েতে ভ্রমণকারীরা যেন কোনও কারণে দুর্ঘটনার শিকার না হন। উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের উপর থেকে যাওয়া হাইওয়েগুলি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অসুরক্ষিত। এই জাতীয় সড়কগুলিতে দুর্ঘটনা থেকে হত্যা এবং লুটপাটের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পরিসংখ্যান দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের হাইওয়ে কতটা অসুরক্ষিত। এরপরই রয়েছে ওড়িশা, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ। হাইওয়েতে হওয়া অপরাধ পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। তাহলে কীভাবে এই অপরাধ কমানো সম্ভব? অপরাধীদের মনে পুলিশের ভয় থাকতে হবে। অপরাধ করার আগে

হাইওয়েতে যেন গাড়ি দৌড়তে পারে। এজন্য পাটনা, মুজফফরপুর, দারভাঙ্গা, গয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, বিহার শরীফ, আরা, সমস্তিপুর, মধুবনী, ছাপড়া, সিওয়ান, গোপালগঞ্জ শহরে বাইপাস নির্মাণ করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় সড়ক নির্মাণ ব্যয়ের পাশাপাশি প্রশস্তিকরণের জন্য ব্যবহৃত জমি অধিগ্রহণের ব্যয়ও সরকার বহন করছে। হাইওয়ের অর্থ হল গাড়ি না থামিয়েই যাতে গন্তব্যে পৌঁছনো যেতে পারে। কিন্তু যানবাহনের সংখ্যা যদি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অপরাধীদের স্বর্গে পরিণত হয় তাহলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যেভাবেই হোক দেশের তারা যেন দশবার ভাবে। একইভাবে নির্ধারিত গতির চেয়ে বেশি গতিতে গাড়ি চালালে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাঁদের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া উচিত। কঠোর পদক্ষেপ না নিলে হাইওয়ে কখনও সুরক্ষিত হবেই না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী করোনা পরিস্থিতিতেও চলতি বছরের শেষের মধ্যে বিহারের সমস্ত সমস্ত হাইওয়েকে সুরক্ষিত করতেই হবে। ২০১৪ সালের তুলনায় এখন জাতীয় সড়ক তৈরির গতি অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। খরচও এখন আগের তুলনায় ৫ গুনবেশি। আগামী ৫ বছরের মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নে ১১০ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করার ঘোষণা করেছে সরকার। এর মধ্যে ১৯ লক্ষ কোটি টাকা শুধুমাত্র জাতীয় সড়কের উন্নয়নের জন্যই নির্ধারিত।

কোনও দেশের প্রগতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেই দেশের হাইওয়ে অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। আমেরিকায় একটি কথা প্রচলিত রয়েছে, "আমেরিকা একটি মহান দেশ, এজন্য আমেরিকার সড়ক এত সুন্দর নয়। বরং এটা বলা উচিত সড়ক সুন্দর হওয়ার কারণেই আমেরিকা মহান।" আমাদের দেশে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ অটলবিহারী বাজপেয়ীর দূরদৃষ্টির কারণেই শুরু হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই দেশের চারটি বড় শহর দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা ও চেন্নাইকে চার থেকে ছয় লেন বিশিষ্ট জাতীয় সড়কের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস করেছিলেন। কাজ চালু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে এবং ২০১২ সালে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল।

স্বর্নিম চতুর্ভুজ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত জাতীয় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৫,৮৪৬ কিলোমিটার। খরচ হয়েছিল প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন টাকা। অটলজির প্রকল্পেই এখন গতি প্রদান করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের যে নীতীন গড়কড়ির মতো উৎসাহী এবং কর্মঠ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সড়ক এবং পরিবহন মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। মন্ত্রকের ভাবমূর্তি পাল্টে দিয়েছেন তিনি। ফলাফল দেওয়ার মতো মন্ত্রী তিনি। দেশবাসীর আশা, উনি হাইওয়ে সম্প্রসারণের কাজ আরও দ্রুত চালিয়ে যাবেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার সিপিএম মহিলা সংগঠনের পক্ষে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ছাত্রদের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুল্যায়ন প্রক্রিয়ার দাবি এআইডিএসও-র

শিলচর (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বিভীষিকাময় রূপ ধারণের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি যখন হচ্ছে, তখন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর চূড়ান্ত পরীক্ষাসমূহ গুয়াহাটি এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয় অফলাইন ও অনলাইন পদ্ধতিতে এবং ডিব্রুগড় ও কোকড়াঝাড় বিশ্ববিদ্যালয় অফলাইনে অনুষ্ঠিত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রদের স্বার্থবিরোধী এই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পুনর্বার দাবি উত্থাপন করার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুল্যায়ন করে ফলাফল ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে এআইডিএসও-র অসম রাজ্য কমিটি।

কমিটির পক্ষে রাজ্য সম্পাদক হেমন্ত পেগু এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, গোটা রাজ্যে করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা উর্ধগামী। তাই এই মুহূর্তে অফলাইন পরীক্ষা নেওয়া খুবই উদ্বেগজনক বিষয়। করোনাসৃষ্ট পরিবেশে ছাত্র সমাজ একটি শিক্ষাবর্ষ নষ্ট করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু শিক্ষাবর্ষের সাথে জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নকেও তাঁরা খাটো করে দেখতে চাইছেন না। অন্যদিকে অনলাইন পরীক্ষা নেওয়ার মতো রাজ্যের পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি। অসমের শিক্ষামন্ত্রী নিজেও বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এছাড়া রাজ্যের বেশিরভাগ কলেজে পাঠ্যক্রমের অতি সামান্য অংশই পড়ানো হয়েছে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর কাছে স্টাডি মেটিরিয়াল নেই। কোকড়াঝাড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক চূড়ান্ত সেমিস্টারের বইপত্র বাজারে নেই, ছাত্রছাত্রীরা জোগাড় করতে পারছে না বই।

তিনি বলেন, এছাড়া রাজ্যের সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্করী বন্যায় বহু ছাত্রছাত্রীদের পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। এখন ঘরে বাইরে কোভিড-এর আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাই পরীক্ষা গ্রহণের স্বাভাবিক পরিবেশ নয়, ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতিও নেই। এমতাবস্থায় পরীক্ষা নেওয়া কার্যত ছাত্রছাত্রীদের গিনিপিগ সাজানো হচ্ছে যা অত্যন্ত অন্যায় এবং অমানবিক।

হেমন্ত পেগু এক প্রেস বিবৃতিতে আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইউজিসি-র পরীক্ষার নির্দেশাবলী সম্পর্কে রাজ্য সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বলিষ্ঠ মতামত প্রকাশ করার সুযোগ ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানসূত্র বের করা। তা না করে এককভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র অসম রাজ্য কমিটির পক্ষে বহুদিন আগেই এ ব্যাপারে দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা উচিত হবে না। যদিও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ এবং চাকরির প্রয়োজনে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার প্রয়োজন রয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে লিখিত এবং পর্যাক্তিক্যাল পরীক্ষার কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু বর্তমান অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা দরকার। এর জন্য পূর্ববর্তী সেমিস্টারের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ফলাফলের গড় বের করে তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নম্বর প্রদান করা ও চূড়ান্ত সেমিস্টারে যতটা পাঠদান হয়েছে তার ভিত্তিতে হোম এজাইনমেন্ট সংগ্রহ করার ভিত্তিতে চূড়ান্ত নম্বর প্রদান করে উভয় নম্বরের যোগফল নির্ণয় করে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে এআইডিওসও। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, স্নাতক পরীক্ষার সামগ্রিক ফলাফলের ক্ষেত্রে সব সেমিস্টারের গুরুত্ব সমান। স্নাতক দ্বিতায়, চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার মূল্যায়ন যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা যায়, তা হলে ষষ্ঠ সেমিস্টারের মূল্যায়ন একই পদ্ধতিতে করা যাবে না কেন? ছাত্রছাত্রীর অভিমতকে অবজ্ঞা করে পরীক্ষা গ্রহণ করা সঠিক হবে না। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা কোভিড আক্রান্ত হওয়া সহ যে কোনও পরিণতির দায় দায়িত্ব সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গ্রহণ করতে হবে। অনলাইন পরীক্ষার ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক বা অন্যান্য জটিলতা জনিত সমস্যার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই তার দায়িত্ব নিতে হবে।

স্বল্পআয়ের দেশগুলিকে করোনার ভ্যাকসিনের জন্য ২২০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য করবে কানাডা

কানাডা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনা মহামারীতে জেরবার গোটা বিশ্ব। মারণ এই ভাইরাস থেকে এখনও মুক্তির উপায় না মিললেও ভ্যাকসিন তৈরিতে ব্যাস্ত বিভিন্ন দেশ। মিলেছে সাফল্যও। তবে এর খরচ নিয়ে চিন্তায় বহু দেশ। এই অবস্থায় এগিয়ে এল কানাডা। সেদেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ঘোষণা করেছেন, স্বল্প ও মধ্যমআয়ের দেশগুলিতে করোনার ভ্যাকসিন সরবরাহ নিশ্চিত করতে ২২০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য করবে কানাডা। তিনি বলেন, বিশ্বের প্রতিটি দেশ থেকে কোভিড-১৯ ভাইরাস নির্মূল করা না গেলে এককভাবে কোনও দেশই করোনামুক্ত হতে পারবে না। স্বল্প ও মধ্যমআয়ের দেশগুলোয় করোনার ভ্যাকসিন সরবরাহ নিশ্চিত করতে কানাডার কোভ্যাক্স ফ্যাসিলি কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ উদ্যোগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে অংশ নিচ্ছে না।

এদিকে, কানাডায় হঠাৎ করে করোনার প্রকোপ বাড়তে থাকায় জাস্টিন ট্রুডো এবং দেশটির প্রধান জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. থেরেসা ট্যাম যৌথভাবে কানাডিয়ানদের কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্টারিও ও কিউবিকের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে করোনার সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, কানাডায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৫১ হাজার ৬৭১ জন। এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন ৯ হাজার ২৬২ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩০ হাজার ৩২৮ জন। এই অবস্থায় কানাডীয়ানদের জন্য আরও ১৫ মিলিয়ন ডলার ভ্যাকসিন কেনার ঘোষণা করেছে দেশটি। এ নিয়ে কানাডা তার নাগরিকদের জন্য কোভিডের ভ্যাকসিন নিশ্চিত করতে ছয়টি চুক্তি করেছে।

উপত্যকায় সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ, অবন্তীপোরায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে খতম দুই জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকায় সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ অব্যাহত। রবিবার ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের অবন্তীপোরায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে খতম দুই জঙ্গি।

কাশ্মীর জোন পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে কাশ্মীরের অবন্তীপোরার সাম্বুরা এলাকায় অভিযান চালায় নিরাপত্তাবাহিনী। হঠাৎই নিরাপত্তাবাহিনীর দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় নিরাপত্তাবাহিনীও। খতম হয় দুই জঙ্গি। তাদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে গোটা এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে।

আজ উত্তরবঙ্গ সফরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৭সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতির পাশাপাশি উন্নয়নের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চলতি মাসের ২১ তারিখ উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তবে নিম্নচাপের জেরে খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেই সফর বাতিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছিলেন ২৮ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন তিনি। সেইমতো আগামীকাল সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রে খবর এমনটাই।

ওই সফরে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন ও একগুচ্ছ কর্মসূচি সেরে ১ অক্টোবর কলকাতায় ফেরার কথা তাঁর। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে করোনা প্রকোপ কমলেই উত্তরবঙ্গে যাবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। সেই মতই এবার উত্তরবঙ্গে একগুচ্ছ কাজ নিয়ে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গ দিয়েই শুরু হচ্ছে সফর। সামনেই ভোট, সেদিকে নজর রেখেই সামনে থেকে খতিয়ে দেখে কাজের রূপরেখা তৈরি করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সূত্রের খবর, করোনার সংক্রমণ বলার মত না কমলেও, তাঁর সেই কথামতোই করোনা আবহেই প্রথম জেলাসফর শুরু করে দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রের খবর, প্রাথমিক লক্ষ্য একটাই, করোনার কারণে বা অন্য কারণে যে ঘাটতিগুলি তৈরি হয়েছে, তা আগামী দিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূরণ করে দিতে হবে। আসন্ন নির্বাচনের আগে করোনাকে সরিয়ে রেখে এবার কাজে নামতে ছাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একইসঙ্গে তাঁদের আরও মত, করোনা পরিস্থিতির জন্য প্রাক নির্বাচনী প্রচারে অনেকটাই ভাটা পড়েছে।

অন্যান্যবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বিভিন্ন জেলা ধরে ধরে নিজে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন, এবার তা সম্ভব হয়নি। তবে নিজে যেতে না পারলেও নবান্ন সভাঘর থেকে জেলাকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন তিনি। উত্তরবঙ্গে গিয়েই ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর প্রশাশনিক বৈঠকে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সমস্ত জেলাশাসক সহ উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা তাঁর। বৈঠকে মূলত জেলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ নেবেন তিনি। এছারাও কোন কোন জেলা কোন কাজে এগিয়েছে, কোন জেলাই বা কীসে পিছিয়ে পড়েছে, সেসব নিয়ে সরকারি ভাবে জানতে চাইবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তিদের কাছে এমনটাই জানা যাচ্ছে সূত্র মারফত।

বাংলাদেশে করোনার বলি আরও ৩২ জন, মোট আক্রান্ত ৩,৫৯,১৪৮জন

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.):বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৫ হাজার ১৬১ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন। রবিবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সেদেশে নতুন করে এক হাজার ২৭৫ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছেন। ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১০ হাজার ৬৮৫ জনের। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা হল তিন লাখ ৫৯ হাজার ১৪৮ জন । এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৭১৪ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৭০ হাজার ৪৯১ জন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চিন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।"

নিউইয়র্কে নতুন করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, সতর্ক প্রশাসন

নিউইয়র্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা মহামারী শুরুর দিকের কেন্দ্রস্থল নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে নতুন করে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দৈনিক এক হাজার ছাড়িয়েছে। রবিবার স্থানীয় কর্মকর্তারা এমন তথ্য জানিয়েছেন। গভর্নর এন্ড্রু কোমোর অফিস থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে বলা হয়, গত ৫ জুনের পর আক্রান্তের এই সংখ্যা সর্বোচ্চ।

কোমো এক টুইটে বলেন, শুক্রবার ৯৯ হাজার ৯৫৩ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে, এদের মধ্যে দেড় হাজার জনের করোনা পজিটিভ। তিনি বলেন, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, নিউইয়র্কবাসীকে করোনা মোকাবেলায় মৌলিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। এতে করোনা পরিস্থিতির অবনতি ও শীতকালীন ফ্লু মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরি হবে। কোমো বলেন, আমরা নিবিড়ভাবে করোনা পরিস্থিতির ডাটা নিউইয়র্কবাসীর নজরে রাখব, যাতে তারা নিজেদের এবং পরিবারের জন্য সচেতন হতে পারেন। উল্লেখ্য, করোনা সংক্রমণের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রমের পর থেকে নিউইয়র্কের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। করোনা মহামারী শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭০ লাখ লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রায় ২ লাখ ৫ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে।

বরাক উপত্যকার তিন জেলায় নতুন ৬৬ জন করোনা-আক্রান্ত, মৃত্যু দুজনের

শিলচর (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবার কাছাড় জেলায় করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত ৪১ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৯ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং ১২ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে আরটিপিসিআর টেস্ট করে। এছাড়া আজ বরাক উপত্যকার তিন জেলায় নতুন করে মোট ৬৬ জন করোনা আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছেন। তবে আজ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজনেই কাছাড় জেলার বাসিন্দা।

এদিকে রবিবার করিমগঞ্জ জেলায় ১৫ জন কোভিডে আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছেন। আজ ৪৬২ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছিল। জেলায় এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৬৫৪ জন করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩ হাজার ১৫৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। রবিবারও ২৭ জন সুস্থ হয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষে সোমবার থেকে তিনদিন করিমগঞ্জে গণটেস্ট হবে। করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল, জেলাশাসকের কার্যালয় এবং ঘাটলাইন পুজোমণ্ডপে যে কেউ করোনা টেস্ট করাতে পারবেন। এ ছাড়া জেলার সমস্ত হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা পরীক্ষা হবে জেলার সবকটি হাসপাতালে। সংক্রমণ যাতে আর ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সে জন্যই গণটেস্টের আয়োজন করা হয়েছে।

অপরদিকে আজ রবিবার হাইলাকান্দি জেলায় ১০ জন করোনা আক্রান্ত পাওয়া গেছে। আজ যে দশজন করোনা আক্রান্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে ৬ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং ৪ জন পিআরপিসিআর টেস্টের মাধ্যমে। আজ জেলায় ৬০০ জনের স্যাম্পল কালেকশন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫৫৬ রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং ৪৪ জনের পিআরপিসিআর টেস্ট করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে কথা বলছেন, রাজ্যপালের চিঠি প্রসঙ্গে পাল্টা পার্থ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি স): এমনিতেই কৃষি বিল পাস হওয়ার পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে রাজ্যের শাসক দল। এরই মাঝে রবিবার সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের। আর তারপরেই "নির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে কথা বলছেন" রাজ্যপালকে পাল্টা তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপালের চিঠি প্রসঙ্গ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে সেই উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, " মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেবেন। নির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে কথা বলছেন রাজ্যপাল। এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। উনিও চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দেবেন"। প্রসঙ্গত,এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যপাল সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে খোঁচা দেন। তিনি লেখেন "আপনি এমন ব্যবস্থা তৈরি করেছেন যা কৃষক বিরোধী। এর ফলে দুর্নীতি আরও বাড়বে। কেন্দ্রের প্রকল্প গ্রহণ না করায় বঞ্চিত কৃষকরা। সিঙ্গুরের কৃষকদের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল"।

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য কালাইনে রক্তদান শিবির

কালাইন (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য কালাইনে রক্তদান শিবিরে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। রবিবার কালাইনের পার্শবর্তী কাকড়াখাল শিশুবিকাশ মডেল অ্যাকাডেমি স্কুলে এই শিবেরের আয়োজন করা হয়। কাছাড় নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন, কালাইন যুবসমাজ, সচেতন নাগরিকবৃন্দের যৌথ উদ্যোগ এবং বরাক ভ্যালি থ্যালাসেমিয়া সোসিইটি ও দক্ষিণ অসমের সক্ষম সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এদিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন জেলা যুব সংযোজক মেহবুব আলম লস্কর, ডা. রাজীব বিশ্বাস, ডা. এ পালচৌধুরী, সক্ষম-এর সম্পাদক মিটুন রায় সহ অন্যান্যরা।

রক্তদানের মহৎ কর্মসূচির মাধ্যমে কীভাবে বিপজ্জনক অসহায় পরিস্থিতিতে রোগীকে বাঁচানোর সামাজিক গুরুদায়িত্ব পালন করে মানবিক শ্রেষ্ঠ সেবার পালনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা যায় তার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেণ ডা. রাজীব বিশ্বাস, ডা. এ পালচৌধুরী, মেহবুব আলম লস্কর, মিঠুন রায়, বরাক ভ্যালি থেলাসেমিয়া সোসাইটির সভাপতি মজির উদ্দিন, ব্লাড ব্যাঙ্কের কনসালটেন্ট অপূর্বা ঘোষ, চিন্ময় ধর, সামসুজ্জামান বড়ভুইয়াঁ, বি বর্মণ প্রমুখ। রক্তদানের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভবপর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বক্তারা।

আজকের কর্মসূচিতে কারিগরি সহযোগিতা করেছেন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা। রক্তদান শিবিরে শিশুদের জীবন রক্ষার স্বার্থে মোট ৩৭ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সহযোগিতায় ছিলেন কাটিগড়া ডেভেলপমেন্ট ক্লাবের সভাপতি সুব্রত দেব, নেহরু যুব কেন্দ্রের জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক আব্দুল ওয়াসিত, রাহুল দেব, সাব্বির সদিয়ল, ওয়াহিদুর রহমান তাপাদার, শুভম দত্ত প্রমুখ।

এসআই পদে পরীক্ষা কেলেংকারি পদত্যাগ অসম পুলিশের নিয়োগ বোর্ডর চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমারের

গুয়াহাটি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেংকারির পর আজ রবিবার পদত্যাগ করেছেন পুলিশ নিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার জন্য নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে তাঁর চিঠিতে লিখেছেন চেয়ারম্যান প্রদীপ।

এদিকে, এই কেলেংকারির দুই মূল অভিযুক্ত অসম পুলিশের প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্তকুমার দত্ত এবং বিজেপি নেতা দিবন ডেকা এখনও ফেরার বলে পুলিশ সূত্রের খবর। রাজ্যের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের জন্য সিআইডি এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কেলেংকারির অনুপুঙ্খ তদন্ত করতে যাতে কোনও দোষী পার না পায়। তিনি বিজেপি নেতাই হোন কিংবা পুলিশের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আধিকারিক প্রশান্তকুমার দত্ত, যে কোনও অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে বলেছেন তিনি। কাউকে রেহাই না দিতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গুয়াহাটি মহানগরীর গণেশগুড়িতে থ্যাংক ইউ লজে শনিবার হানা দিয়ে নির্ধারিত লিখিত পরীক্ষার একদিন আগে ১৯ সেপ্টেম্বর গোপনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার পাঁচ প্রার্থীকে গ্রেফতার করেছে নলবাড়ি পুলিশ। নলবাড়ি পুলিশের হাতে গ্রেফতারদের মুকালমুয়া ভাংনামারির হরকত আলি, সঞ্জীব বর্মণ, মৃদুল বর্মণ এবং পার্থপ্রতিম পাঠক বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। অন্যদিকে গতকাল উজান অসমের তিনসুকিয়া থেকে মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিআইজি পিকে দত্তের এক ঘনিষ্ঠ সাঁকরেদ জয়দেব বরুয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এখন পর্যন্ত এই কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত পিকে দত্তের বাসগৃহ এবং তাঁর প্রায় পাঁচটি হোটেলে তালাশি চালিয়েছে পুলিশ।

জানা গেছে, তাঁর আবাস থেকে টাকা ভরতি পাঁচটি বস্তা বাজোয়াপ্ত করেছে সিআইডি এবং ক্রাইমব্রাঞ্চ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২০ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা থেকে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল পুলিশের এসআই পদের লিখিত পরীক্ষা।

মোট ৫৯৭টি শূন্য পদ পূরণের জন্য এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু এদিন সকালে সোশাল মিডিয়ায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হয় লিখিত পরীক্ষা।

স্বাস্থ্যের অবনতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের, দিল্লি থেকে আসলেন এইমস-এর ডাক্তার

গুয়াহাটি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ঘন ঘন অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং অন্যান্য উপসর্গের জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। তাঁই তাঁকে দেখে পরামর্শ গ্রহণের জন্য দিল্লি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এইমস-এর জনৈক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে। আজ রবিবার বিমানে তিনি এসে সোজা চলে যান গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

গত দুদিন আগে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের যেভাবে শারীরিক অবস্থার ওঠানামা করছে, তাতে প্রয়োজনে দিল্লির এইমস থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাকা হবে। সে অনুযায়ী তিনি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আজ সকালে গুয়াহাটির গোপীনাথ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে পালমন্যাটরি মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডা. অনন্ত মোহন সোজা চলে যান মেডিক্যাল কলেজে। তিনি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আইসিইউতে ভরতি তরুণ গগৈয়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে গঠিত কমিটির প্রায় সব সদস্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

আইসিইউতে তরুণ গগৈকে দেখে তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন এইমস-এর ডা. অনন্ত মোহন। সব রিপোর্ট ইত্যাদি দেখে, কী কী ওষুধ চলছে সে সবও দেখেছেন ডা. অনন্ত। সব দেখে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তাররা যে সব ওষুধ রোগীকে দিচ্ছেন সে সব নিয়মিত চালিয়ে যেতে বলেছেন এইমস-এর মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। এছাড়া তিনি অসুস্থ গগৈকে স্বাভাবিক আহার নিতে এবং হালকা ব্যায়ামের পরামর্শও দিয়েছেন বলে মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গেছে। তিনি নাকি বলেছেন, রোগীর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। নিয়মিত খাবার এবং ব্যায়াম করলে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ঘরে যেতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৬ আগস্ট রাতে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রায় বছর ৯০-এর তরুণ গগৈয়ের শরীরে। ওইদিন রাতেই তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ভরতি করা হয়। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঁচ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের একটি টিম গঠন করে দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তবে তাঁর দেহে অক্সিজেনের পরিমাণ একবার কমে তো আবার স্বাভাবিক হতে থাকে। এমতাবস্থায় শারীরিক অবস্থায় দ্রুত ওঠা-নামা করতে থাকে তরুণ গগৈয়ের। এর জন্য এইমস থেকে বিশেষজ্ঞ এনে তাঁর স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন মনে করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। তবে পরবর্তীতে কোভিড-১৯ টেস্টে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ আসে।

আগামী বছরের শুরুতে পর্যটন ভিসা চালুর পরিকল্পনা সৌদি আরবের

রিয়াদ, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.):আগামী বছরের শুরুতেই পর্যটন ভিসা চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির পর্যটন মন্ত্রক সূত্রে এমন তথ্য পাওয়া গেছে বলেই জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম। করোনাভাইরাস ঠেকাতে সৌদি সরকারের কঠোর পদক্ষেপের মধ্যে গত কয়েক মাস ধরে পর্যটন ভিসা স্থগিত রাখা হয়। তবে এর মধ্যেও পর্যটন মন্ত্রক এই ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করতে তৎপর। একটি ভার্চুয়াল সাক্ষাৎকারে সৌদি আরবের পর্যটন প্রধান আহমেদ আল খাতিব বলেন, এখন পর্যন্ত পর্যটন ভিসার জন্য আগামী বছরের শুরুর দিকটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। যদি পরিস্থিতি আরও ভালো হয় কিংবা টিকা নিয়ে ইতিবাচক উন্নয়নের খবর আসে, তবে তা আমরা দ্রুতই করে ফেলব। তিনি বলেন, করোনায় পর্যটন খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চলতি বছরের তা ৩৫ থেকে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। এখন গ্রীষ্মে ঘরোয়া পর্যটনের দিকে নজর দেয়া হবে, যা বড় আঘাত থেকে সৌদি অর্থনীতিকে রক্ষা করতে পারবে।

উল্লেখ্য, সৌদি আরবের সিংহাসনের উত্তরসূরি মোহাম্মদ বিন সালমানের উচ্চাভিলাষী সংস্কার কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ হচ্ছে পর্যটন। মূলত তেলের ওপর থেকে

ছয়ের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩১৮৫ জন

কলকাতা, ২৭সেপ্টেম্বর (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে ফের একবার সুস্থের তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ল রাজ্যে। গত একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৮৫ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৪৬জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৬৭ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়চে ৬০ জনের। তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৫, ৭২৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৪৭হাজার ৪২৫জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ১৬হাজার ৯২১জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪৭৮১জনের। এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৬১৫ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪হাজার ৪৩১টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৭৯ জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৭, ৮১৮জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৭জন। তাই এখনও পর্যন্ত

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

করোনাভাইরাস: বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামাজিকতা

মানুষ সামাজিক জীব। তবে করোনাভাইরাসের ছোঁবলে থমকে গেছে যেন সেই সামাজিকতা। বন্ধুর সঙ্গে কাঁধে হাত রেখে হাঁটা, আড্ডার মাঝে অট্টহাসি, বহুদিন পরে প্রিয় কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বুকে টেনে নেওয়া, সহকর্মীর সঙ্গে হাত মেলানো এসবই যেন এখন আতঙ্ক। বন্ধু তো বন্ধুই, লাখো মানুষ আজ নিজের পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন। মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো সামাজিক দূরত্বের ক্ষেত্রেও মানুষের মাঝে ভিন্নতা আছে। কিছু মানুষ সুযোগ থাকার পরও নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সর্বাত্বক চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আবার তার আশপাশেই কিছু মানুষ ঝুঁকি নিয়েই আড্ডায় মেতে উঠছেন ঘরে কিংবা বাইরে। তবে এভাবে আর কতদিন? এই মহামারী শেষ হওয়ার ক্ষীণ আশাও যখন নেই, তখন তাকে সঙ্গী করেই সামাজিক জীবনকে নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এজন্য জানতে হবে নিরাপদ দূরত্বে থেকেও কীভাবে সামাজিকতা রক্ষা করা যায়, পারস্পারিক সৌহার্দ বজার রাখা যায়। যুক্তরাজ্যে এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডে সর্বোচ্চ ছয়জন মানুষের দল একত্রিত হতে পারবেন পরস্পর থেকে ছয় ফিট বা দুই মিটার দূরত্ব বজায় রেখে। একই নিয়ম উত্তর আয়ারল্যান্ডের জন্য প্রযোজ্য। স্কটল্যান্ডে দুই পরিবারের সর্বোচ্চে আটজন মানুষ ঘরের বাইরে একত্রিত হতে পারবেন একই পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে। ওয়েলস'য়েও একই নিয়ম। কীভাবে নিরাপদে একাধিক মানুষ একত্রিত হতে পারেন- এবিষয়ে জানার জন্য আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা বিবিসি ব্রিটিশ চিকিৎসক এবং টেলিভিশন উপস্থাপক ডা. জ্যান্ড ভ্যান টুলিকেনের শরণাপন্ন হয়। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত। কাকে দাওয়াত দেবেন?

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি মানুষ ভেদে ভিন্ন। তাই সামাজিক সাক্ষাতের জন্য কাকে ডাকবেন এবং তাতে তার ঝুঁকি কতটা প্রভাবিত হয় সেটা আগেই ভেবে নিতে হবে। একজন বয়স্ক এবং স্থূলকায় ব্যক্তিকে গল্প করার জন্য ঘরে ডেকে আনা উভয়কেই যতটা ঝুঁকিতে ফেলছে তার তুলনায় এক তরুণ দম্পতিকে দাওয়াত করার ঝুঁকি অনেকাংশেই ভিন্ন। আবার একবার ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এমন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি পুরোপুরি ভিন্ন। বয়স্ক এবং স্থূলকায় ব্যক্তিকে দাওয়াত করার আগে তাকে এই ভাইরাস নিয়ে সতর্ক করতে হবে আপনাকেই। তার সুরক্ষার কথা ভেবে হলেও আদৌ দাওয়াত দেবেন কি-না সেটা ভাবতে হবে। আর আপনিই যদি সেই দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন এবং নিজে সুরক্ষিত থাকতে চান হবে দাওয়াত ভদ্রভাবে ফিরিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অতিথিকে কোথায় বসাবেন?ঘরে অতিথি আসার কারণে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে তাদেরকে বসতে দেওয়া নিয়ে। বাইরে থেকে আসা অতিথিকে কী আপনার সোফায় বসতে দেবেন? ব্যবহার করতে দেবেন টেলিভিশনের 'রিমোট'?

এতে ঘরেই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া তো যায়না। যারা গ্রামে থাকেন তাদের জন্য ব্যাপারটা সহজ করে দিতে পারে উঠান। শহরের যাদের এমন বাড়ি সামনে

খোলা জায়গা আছে তারাও একই সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। তবে ফ্ল্যাট বাসায় সেই সুযোগ নেই, অতিথিকে বসার ঘরে, এমনকি শোবার ঘরেও বসতে দিতে হতে পারে।

তাদের আপ্যায়ন হয়ত আপনার 'ডাইনিং টেবিল'য়েই হবে, যা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়াবে কয়েকগুন। বাসায় ছাদে যাওয়ার সুযোগ থাকলে কিছুটা ঝুঁকি কমবে, তবে সেটাও সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বাইরের অতিথিকে ঘরে আনতেই যদি হয় তবে তাদেরকে পুরোটা সময় মাস্ক পরিধান করতেই হবে। ঘরেরপ্রবেশের পর প্রথম কাজ হবে হাত ধোয়া। তবে এই পরিস্থিতিতে আমন্ত্রণকারীর চাইতে অতিথিরই বেশি আন্তরিক হওয়া জরুরি। সম্ভব হলে সঙ্গে করে পরিষ্কার পোশাক নিয়ে যান এবং আমন্ত্রণকারীর সুরক্ষার স্বার্থে সেখানেই গিয়েই গোসল করে কিংবা অন্তত হাত ধুয়ে বাইরে পরা পোশাক পাল্টে পরিষ্কার কাপড় পরে নিন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ওই বাসার জিনিসপত্র স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন। সামাজিক দূরত্ব পরস্পর থেকে দুই মিটার বা ছয় ফিট দূরত্ব রাখাই হল সামাজিক দূরত্বের নুন্যতম চাহিদা। ঘরের বাইরের কারও সঙ্গে আলাপ, রাস্তায় হাঁটাচলা, কর্মক্ষেত্র সবক্ষেত্রেই তা বজায় রাখার জন্য প্রতিটি মানুষের এই দূরত্বের আন্দাজ থাকা উচিত। পাশাপাশি গল্পের মাঝে দূরত্বের কথা ভুলে গেলেও চলবে না। আড্ডার হাসির তালে হোক কিংবা কোনো কারণে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মানুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, পিঠ চাপড়ে দেয়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ইত্যাদি অনেককিছুই প্রচলিত অঙ্গভঙ্গি আছে যার সবকিছু থেকেই পরস্পরকে বিরত থাকতে হবে। খাবার ও বাসনপত্র- দাওয়াত খাওয়ার জন্য নিজস্ব বাসনপত্র নিয়ে যাওয়ার ভাবনাটা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ত বাড়াবাড়ি মনে হতেপারে। তবে তা করতে পারলে অবশ্যই ভালো। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল আপনি কতটুকু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এবং তার কারণে অন্যের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে?

আপনি হয়ত ভাবছেন, "আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, বয়স কম, শ্বাসতন্ত্র দুর্বল করে এমন কোনো বদভ্যাস আমার নেই, লকডাউনের অধিকাংশ সময় ঘরেই কাটিয়েছি এবং এতদিনেও যেহেতু করোনাভাইরাস হয়নি তাহলে আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী। তাহলে আমার এত সাবধান হওয়া দরকার নেই।"

প্রথমত, আপনি যে নিরাপদ, এতদিন হয়নি বলে যে এখন হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় যে আপনার আসলেই কিছু হবে না, তারপরও কথা থেকে যায়। আর তা আপনার বাহক হওয়ার সম্ভাবনা। ভাইরাস হয়ত আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দমাতে পারেনি তবে তা যদি আপনার শরীরে থেকে থাকে তবে আপনার মাধ্যমে অন্যকে আক্রান্ত করার ক্ষমতা রাখে যার অসংখ্য উদাহরণ আমরা দেখেছি। 'অ্যাসিমোম্যাটিক' অর্থাৎ যাদের 'কোভিড-১৯'য়ের কোনো উপসর্গ তো নেই, তবে তার শরীরে ভাইরাস আছে এবং তা অন্যদের মাঝে ছড়াচ্ছে। তাই সাবধানতা অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই। হাত ধোয়া ঘরের বাইরে যখন সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ নেই তখন 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' ব্যবহারের অভ্যাসটা বেশ ভালোই রপ্ত করতে পেরেছি আমরা। যারা পারেন-নি নিঃসন্দেহে তাদের অভ্যাসটা গড়া উচিত। তবে ঘরে থাকাবস্থায় কিছুক্ষণ পরপর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাসটা আমাদের তেমন শক্তিশালী হয়ত হয়নি। হয়ত ভাবছেন ঘরেই তো আছি, এতো হাত ধোয়ার কি দরকার। আপনার ঘরে বসে একই কথা ভাবতে পারেন আপনার অতিথিও। আবার আপনি হয়ত বাইরে যাচ্ছেন না, তবে ঘরে বাজার ও অন্যান্য সদাই আসছে, অফিস করা কিংবা বাইরে থেকে একটু হেঁটে ইত্যাদি কারণেও দিনে একবারের জন্য হলেও কেউ না কেউ তো বাইরে যাচ্ছে। তাদের মাধ্যমে কিংবা বাজারের ব্যাগের সঙ্গেও আপনার ঘরে ভাইরাস আসতে পারে। তাই ঘরে থাকলেও হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয় ফুরিয়ে যায় না। তাই নিজে যেমন হাত ধুতে হবে তেমনি ঘরে আসা অতিথিকেও হাত ধোয়ার ব্যাপারে উৎসাহীত করতে হবে।

শৌচাগার ব্যবহার ঘরের সদস্য কিংবা অতিথি, একজন শৌচাগার ব্যবহারের পর তা আরেকজন ব্যবহারের মাঝে দুই মিনিটের ব্যবধান থাকা উচিত। 'ফ্লাস করার আগে 'কমোড'য়ের ঢাকনা নামানোর অভ্যাস করতে হবে। 'টয়লেট টিস্যু' সবার জন্য আলাদা করা কঠিন, তাই চেষ্টা করতে পারেন নিজের ব্যবহারের টিস্যু নিজের সংগ্রহে রাখা যাতে শৌচাগারের টিস্যু আপনাকে স্পর্শ করতে না হয়। শৌচকাজ শেষে হাতে সাবান দেওয়ার অভ্যাস সবারই নিশ্চয়ই আছে, তবে হাত মোছার তোয়ালের কী হবে? এখানেও কাজে আসতে পারে আপনার পকেটে থাকা টিস্যু। অথবা কাপড়ের তোয়ালের বদলে 'পেপার টাওয়াল' ব্যবহার করা বেশি কার্যকর হবে। বিশেষ করে অতিথি আসলে। এই সকল টিস্যু ফেলার যে ঝুড়ি তা অবশ্যই ঢাকনাওয়ালা হতে হবে। অতিথি চলে গেলে পুরো শৌচাগার জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে বদলে ফেলতে হবে 'টয়লেট টিস্যু রোল'। শিশু ও

আলিঙ্গন একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে আলিঙ্গনের ভূমিকা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমরা পরিণত বয়স্কদের সঙ্গে কোলাকুলি ব্যতিত ঈদ হয়ত পার করতে পেরেছি, তবে পরিবারের ছোট বাচ্চাদের কোলে নেওয়া, আলিঙ্গন করা থেকে বিরত থাকা আসলেই কঠিন, অনেকটা নির্মম এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা এড়ানো যায় না। এসব ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর মনে হলেও আলিঙ্গনের সময় চেষ্টা করতে হবে অপর ব্যক্তি পুরোপুরি জড়িয়ে না ধরার এবং পরস্পরের মুখ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে রাখার। মুখোমুখি আলিঙ্গনে ঝুঁকি সবচাইতে বেশি, তবে ছোট বাচ্চা আপনার পা জড়িয়ে ধরলে সেখানে ঝুঁকি কিছুটা কম।

তবে আলিঙ্গন না করারই সর্বাত্বক চেষ্টা করতে হবে।অতিথি আপ্যায়ন শেষে পরিষ্কার অভিযান করোনাভাইরাস কীভাবে ছড়ায় তা আমরা সবাই কমবেশি জানি। তাই ঘরে অতিথি আপ্যায়ন শেষে পুরো পরিবারের উচিত পুরো ঘর পরিষ্কারের অভিযানে নেমে পড়া। প্রতিটি আসবাব, মেঝে, শৌচাগার, সকল সমতল জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে আপনার সবচাইতে নিরাপদ আশ্রয় আপনার নিজ ঘর, তাই একে ভাইরাসমুক্ত রাখা আপনার সবচাইতে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ঘামে দুর্গন্ধ হওয়ার কারণ

খাদ্যাভ্যাস, ওজন, শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি কারণে ঘামে দুর্গন্ধ হতে পারে।দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে ঘাম হওয়াটা শরীরের স্বাভাবিক কার্যপদ্ধতি।প্রাকৃতিকভাবেই ঘাম গন্ধহীন। তবে দুর্গন্ধ তখনই হয় যখন ত্বকে থাকা ব্যাক্টেরিয়ার সংস্পর্শে ঘাম যুক্ত হয় স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ঘামের দুর্গন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানানোহল। ওজন বৃদ্ধি: শরীর আর্দ থাকে এমন স্থানে থাকা ব্যাক্টেরিয়ার কারণে ঘামে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। স্বাভাবিকেরচেয়ে ওজন বেড়ে গেলে, ত্বকের ভাঁজ ঘাম ধরে রাখে এবং এটা ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখে। ফলেঘামে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। অতিরিক্ত মসলাদার খাবার: আমরা ঠিক যা খাই তার প্রভাব পড়ে ঘামে। রসুন ও পেঁয়াজের মতো খাবারকেবল মুখেই গন্ধ তৈরি করে না বরং এটা শরীরেরও গন্ধের সৃষ্টি করে। কারণ এসব মসলা-জাতীয় খাবারশরীর যখন ভাঙে তখন সালফার-জাতীয় যৌগ নিঃসৃত হয়। এগুলো স্থায়ীভাবে ত্বক ও ঘামের সঙ্গে বিক্রিয়াকরে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে।প্রতিদিন 'ক্রুসিফেরাস' ধরনের খাবার খাওয়া: মসলার মতো ক্রুসিফেরাস সবজি- বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকলিইত্যাদি সবজি সালফার সমৃদ্ধ।তবে কেবল ঘামের দুর্গন্ধের কথা চিন্তা করে এসব পুষ্টিকর খাবার বাদ দেওয়াঠিক নয়। একেবারে বাদ না দিয়ে বরং পরিমাণ কিছুটা কমাতে পারেন।অসুস্থতা: শারীরিক সমস্যা যেমন- ডায়াবেটিস ও থায়রয়েডের কারণে ঘাম বেশি হতে পারে। নানান ধরনেরওষুধও দুর্গন্ধের জন্য দায়ী। তবে হঠাৎ ঘামের গন্ধে পরিবর্তন কিডনি বা যকৃতের সমস্যার লক্ষণ। তাই এমনসমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।মানসিক চাপ: মানসিক চাপ বা উদ্বেগের ফলে অ্যাপোক্রিন গ্রন্থির কাজ বেড়ে যায়, এতে ঘাম হয় বেশি এবং এইগ্রন্থি দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে।মেনোপোজ: এই সময়ে এস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমতে থাকে এবং শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘামবেশি হয়। হরমোনের পরিবর্তনের কারণে মানসিক পরিবর্তন হয় এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, যা ঘামের দুর্গন্ধসৃষ্টি জন্য দায়ী।এই সমস্যা থেকে বাঁচতে, বাতাস চলাচল করে এমন তন্তুর পোশাক পরা ভালো। ঘামের গ্রন্থির জন্য ভালো নয়এমন খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত। এছাড়াও, বাড়তি সুরক্ষা হিসেবে সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে লবণের সম্পর্ক

আদায়-কাঁচকলা নয়, উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে লবণের রয়েছে মধুর সম্পর্ক উচ্চ রক্তচাপ যাদের আছে সম্ভবত তাদের মধ্যে সকলেই শুনেছেন লবণ কম খাওয়ার উপদেশ। শুধু তাই নয়,উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য লবণ কম খাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়।ভারতের ফোর্টিস হাসপাতালের 'ইন্টারনাল মেডিসিন' বিশেষজ্ঞ ডা. রাজিব গুপ্তা স্বাস্থ্যবিষয়ক একটিওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "লবণ আর উচ্চ রক্তচাপের মধ্যকার সম্পর্ক জানতে হবে আগে বুঝতেহবে লবণ কীভাবে শরীরে খারাপ প্রভাব ফেলে।"ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডা. রাজিব বলেন, "লবণের কারণে বৃক্ক বেশি পানি ধরে রাখে। বৃক্কের কাজ হল রক্তে থাকাঅতিরিক্ত পানি ছেঁকে মুত্রথলিতে পাঠানো, যা প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। যাকে বলে 'অসমোসিস'। এইপদ্ধতি চলার সময়ে অতিরিক্ত পানি বের করার জন্য পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের মধ্যে অত্যন্ত সংবেদনশীলভারসাম্য ধরে রাখে বৃক্ক। লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়ায় এবং বৃক্কের পানিঅপসারণ ক্ষমতা কমায়।"চিকিৎসকরা বলেন, "রক্তনালীতে তরলের মাত্রা বেশি হলে সেগুলোর ওপর বাড়তি ধকল যায়। সেই ধকলসামলানো জন্য রক্তনালী পুরু হতে থাকে, ফলে তার ভেতরের রক্ত সঞ্চালনের জায়গা কমতে থাকে। এতে চাপ আরও বাড়ে। এই অবস্থায় অতিরিক্ত লবণ খাওয়া হলে রক্তনালী ফেটে যাওয়া কিংবা তার ভেতরে রক্ত জমাটবেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এমনটা হলে শরীরে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, মস্তিষ্ক এবংহৃদযন্ত্র।"ডা. গুপ্তা বলেন, "হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখানে অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টিউপাদানসমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছানোর মাত্রা কমবে।

রূপচর্চায় লেবুর ব্যবহার

ত্বকের কালচেভাব কমানো, খুশকি দূর কিংবা দাঁত সাদা করতে লেবুর রস বেশ কার্যকর।গরমকালে একগ্লাস লেবুর শরবত শরীরে দেয় প্রশান্তি। খাবারে লেবুর রস বাড়ায় স্বাদ। পাশাপাশি ভিটামিনসি'র সবচেয়ে ভালো উৎস হিসেবে লেবু যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও কাজ করে সে কথা সবারই জানা।আর এই লেবু রূপচর্চাতেও ব্যবহার হয় নানানভাবে।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সৌন্দর্য-চর্চায় লেবুর নানান ব্যবহার সম্পর্কেজানানো হল।মুখে ব্যবহার: লেবু প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যা ত্বক ভালো রাখতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজকরে। এই ভিটামিন ত্বকের ক্ষয় দূর করে এবং অকালে বয়সের ছাপ পড়া থেকে রক্ষা করে।লেবু অ্যাস্ট্রিনজান্ট সমৃদ্ধ সিট্রাস ফল যা ত্বক মসৃণ রাখে, গরম ও ঘামের কারণে হওয়া তৈলাক্তভাব কমায়। এরঅ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান ত্বকের মৃতকোষ এবং ব্রেক আউট দূর করে।ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে প্যাকের সঙ্গে লেবু মিশিয়ে ব্যবহার করুন।ডাবের পানির সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর পরিষ্কার পানিদিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এটা তৈলাক্ত ত্বকে খুব ভালো কাজ করে।যাদের ত্বক শুষ্ক তারা ডাবের পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করুন, ত্বক মসৃণ হবে।মাথার ত্বকে ব্যবহার: লেবুতে আছে অ্যান্টিসেপ্টিক ও প্রদাহরোধী উপাদান যা মাথার ত্বকে পরিষ্কার করে খুশকিও রুক্ষতার বিরুদ্ধে কাজ করে। এটা উচ্চ পিএইচ সমৃদ্ধ যা চিটচিটেভাব কমায় ফলে খুশকি দূর হয়। মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে চুলের গোড়ায় ব্যবহার করুন। ২০মিনিট অপেক্ষা করে মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন ও কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। এতে খুশকি কমার পাশাপাশিচুলের গোড়া শক্ত হবে, চুল পড়া কমবে।কালচেভাব দূর করতে: কালচে কনুই ও হাঁটুর সমস্যা অনেকেরই আছে। এই দাগ হালকা করতে এসব জায়গায়লেবু ও লবণের মিশ্রণ ঘষুণ। ভিটামিন এ এবং সিট্রিক অ্যাসিড এক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করে। ভালো ফলাফলের জন্য সপ্তাহে দুতিনবার লেবু ও লবণের মিশ্রণ আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করুন।ঠোঁটে ব্যবহার: গরমকালেও ঠোঁট হতে পারে শুষ্ক ও মলিন। এই সমস্যা দূর করা যায় লেবুর সাহায্যে।লেবুর রস ও বাদামি চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে ঠোঁট এক্সফলিয়েট করে নিন। লেবুর অ্যাসিডিক ড পাদানবাসায়নিক এক্সফলিয়েটরের চেয়ে ভালো। চিনির দানাদার অংশ সরাসরি এক্সফলিয়েটরের কাজ করে। লেবু ও চিনির সংমিশ্রণ ত্বকের মৃত কোষ দূর করতেও কার্যকর।লেবু ও চিনির মিশ্রণ আলতোভাবে ঠোঁটে মালিশ করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।দাঁতে ব্যবহার: ঝলমলে হাসির জন্য চাই ঝকঝকে সাদা দাঁত। দাঁত সাদা করতে লেবুর তৈরি 'হোয়াইটেনিংপ্যাক' বেশ কার্যকর। বেইকিং সোডা ও লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন এবং তা দাঁতের ওপরেপাতলা করে প্রলেপ দিয়ে রাখুন। এরপর টুথব্রাশের সাহায্যে দাঁত মেজে নিন এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখপরিষ্কার করে ফেলুন। দাঁত ঝকঝক করবে।

ফের বরাকে অবৈধ কয়লাবাহী ট্রাক প্রবেশের হিড়িক, নেতা ও এক পুলিশ কর্তার পরিকল্পনায় তৎপরতা মাফিয়াদের

কাটিগড়া (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কয়লার অবৈধ ব্যবসা অব্যাহত রয়েছে বরাক উপত্যকায়। এবার কয়লা কারবারি হিসেবে পুলিশের বড় মাপের এক কর্তার নাম চর্চিত হচ্ছে। করিমগঞ্জের একাংশ কয়লা ব্যবসায়ীদের কথায় যখন তখন তাদের ইশারায় বহু বড় বড় কাজ হাশিল হয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে সেই একই ফর্মুলায় গত তিন দিনের মধ্যে রাতে বরাকে প্রবেশ করেছে শতাধিক কয়লা বোঝাই ট্রাক।

৬ নম্বর জাতীয় সড়কের মালিডহর হয়ে কয়লাবাহী ট্রাক আসা গত কয়েকদিন বন্ধ ছিল। কারবারের লাগাম কার হাতে থাকবে, এ নিয়ে চলছে দড়ি টনাটানি। কিন্তু কিছুতেই কোনও সুরাহা হচ্ছিল না। এদিকে কয়লা সরবরাহ করতে মরিয়া হয়ে ওঠেছিল কিছু কারবারি। কিন্তু বেআইনি ওই কারবার নিয়ে দিশপুর থেকে শিলচরে কোনও ম্যাসেজও আসছিল না। এমতাবস্থায় পুলিশের কাছে প্রস্তাব পাঠায় করিমগঞ্জের কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া আহাদ উদ্দিন, জানা গেছে ব্যবসায়ী গোপন সূত্রে। আহাদের ফর্মুলা অনুযায়ী শুরু হয়ে যায় কারবার।

সূত্রটি জানায়, বড়কর্তার নির্দেশে রাতে এক বিশেষ পুলিশের দল এসেছিল মালিডহরে। তখনই শুরু হয় রাতের আমদানি। ঠিক আগের রাতের মতো ট্রাক-প্রতি ৭০ হাজার টাকা করে এদিনও আদায় হয়। এদিনও কয়েকটি কয়লার পারমিট নিয়ে আস হয়েছিল। তবে পুলিশ ম্যানেজড থাকায় ১২ টনের জায়গায় ট্রাকগুলি যথারীতি ৪০ টন পর্যন্ত কয়লা পাচার করতে পেরেছে। বাকি ট্রাকগুলো কোনও নথি ছাড়াই ৪০ টন করে মাল নিয়ে বরাকে ঢুকেছে।

এদিকে পুলিশের এমন কাণ্ড দেখে সাধারণ মানুষ হতবাক। কারণ, পুলিশি পৃষ্ঠপোষকতায় চলমান এমন কয়লা কারবার চলছে জোর গতিতে। তাছাড়া এদিন করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার সঞ্জিত কৃষ্ণ বদরপুরের নতুন থানা পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের মুখামুখি হয়ে জানান, করিমগঞ্জ জেলায় একটিও অবৈধ কয়লা বোঝাই ট্রাক প্রবেশ করেনি।

বদরপুরঘাট এলাকায় অস্থায়ী পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে। এছাড়া পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং পুলিশের সাউথ রেঞ্জের ডিআইজি-র সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে অপর এক সূত্রে জানা গেছে, শাসক দলের শিলচরের বড় মাপের জনৈক নেতার নিয়ন্ত্রণে নতুন করে কয়লা ব্যবসার পরিকল্পনা পাকাপোক্ত হয়েছে। ফলে বেপরোয়াভাবে এবার নবরূপে অবৈধ প্রক্রিয়ায় কয়লা বাণিজ্য জাঁকিয়ে চালাতে তৎপরতা শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ী সিন্ডিক্যাটের মাফিয়ারা কিছুদিন আগে টাকা সংগ্রহ করে আগাম জামানত বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা শিলচরের কোনও এক প্রভাবশালী নেতার হাতে প্রদান করেছেন। এই খবর গুমড়া, কাটিগড়া ও বদরপুরের হাওয়ায় চাউর করে তৎপরতা শুরু করেছে মাফিয়াচক্র।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর ভার্চুয়াল প্রদেশ সম্মেলনে পদ্মশ্রী নিবেদিতা ভিড়ে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যতদিন সনাতন ধর্ম বেঁচে থাকবে ভারতবর্ষের অস্তিত্বও ততদিন টিকে থাকবে। ইতিহাস সাক্ষী আছে, অনেক ঘাত প্রতিঘাত মোকাবিলা করে কোটি কোটি নিরীহ প্রাণের বিনিময়ে ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও অখণ্ড ভারত ধর্মের ভিত্তিতে কয়েক টুকরো হয়েছে এর জন্য আমাদের একতার অভাব দায়ী। এর জন্য চাই সংগঠন। রবিবার বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর ভার্চুয়াল প্রদেশ সম্মেলনে এভাবেই নিজের অভিমত তুলে ধরেন পদ্মশ্রী নিবেদিতা ভিড়ে।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী অসম প্রদেশের সবকয়টি বিভাগ, নগর, কার্যস্থান, সম্পর্কস্থান কার্যকর্তা এবং বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাও এই ভার্চুয়াল সম্মেলনে অংশ নেন। আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের উপর ভিত্তি করে রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর সর্বভারতীয় সহ-সভানেত্রী তথা পদ্মশ্রী নিবেদিতা ভিড়ে বলেন, সনাতন ধর্ম থেকে নানা ভাবে কোণঠাসা করে রাখার প্রয়াস চলছিল বিশ্বের সব ধর্ম ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টিকে। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্ব সেরা ছিল।

বর্তমানে ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষা নীতিতে পিছিয়ে থাকলেও, ভারত পুনরায় বিশ্বগুরুর আসন লাভ করতে সমর্থ হবে।

নিবেদিতা ভিড়ে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো সম্মেলনে শুধু ছয়টি বিষয় নিয়ে প্রতিদিন বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

প্রথমে স্বামীজির বক্তব্য পেশের অনুমতি মিলেনি। কিন্তু প্রথম দিন বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে 'সিস্টার অ্যান্ড ব্রাদার' বলে সম্বোধন করে ভারতবর্ষ বা ভারতীয়দের সংস্কৃতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় তুলে ধরেন স্বামীজি। তিনি বলেন, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশ্ব জনজাগরণের সূচনা হয় স্বামীজির আমেরিকায় শিকাগো বক্তব্যের মাধ্যমে।

কারণ বিশ্বের নাগরিকরা সেদিন জানতে পেরেছেনস ভারতের দুঃখ দুর্দশার কথা। স্বামীজি আমেরিকা যাওয়ার আগে পদব্রজে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন।

ফলে সেই ভ্রমণ থেকে ভারতবর্ষের মানুষের বাস্তব চিত্র নিজের চোখে দেখে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

ভার্চুয়াল সম্মেলনে মা দুর্গাকে একটি সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করে পদ্মশ্রী নিবেদিতা ভিড়ে বলেন, অসুরকে দেবতারা দমন করতে পারছিলেন না। তখন দেবী দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছিলেন দেবতাগণ। সকল দেবতা সংগঠিত হয়ে দেবী মাকে নানা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে পাঠান। আর এর ফলেই অসুররা দেবী দুর্গার কাছে পরাজিত হয়েছিল। ঠিক এভাবে আমাদের সকলকে মিলে এক জোট হয়ে সমাজ ও দেশকে রক্ষা করতে হলে সংগঠিত হতে হবে। সামনেই দুর্গা পূজা। তাই ভারতবর্ষকে বিশ্ব গুরুর আসনে বসাতে এখনই সংকল্প নিতে হবে।

এদিনের রাজ্যিক ভার্চুয়াল সম্মেলনে বরাক উপত্যকার শিলচর, বড়জালেঙ্গা, রামনগর, কাটিগড়া, বদরপুর, করিমগঞ্জ সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিনিধি অংশ নেন।

শিকাগো শহরে স্বামীজির বক্তব্যের একটি অংশ নিয়ে এদিনের ভার্চুয়াল সম্মেলনে আলোচনা করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালযের সহ-নিবন্ধক তথা বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যা কুমারীর বরাক বিভাগ প্রমুখ নিহারেন্দু ধর।

রাহুল বাংলার মুখ, জল্পনা উড়িয়ে বললেন মুকুল

দুর্গাপুর, ২৭ সেপ্টম্বর(হি.স.): "রাহুল বাংলার মুখ। দীর্ঘদিন ধরে দলটা করছে। কি একটা কথা বলেছে, এটা ধরার কোন মানে হয় না।" পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। তার ওই বিস্ফোরক বক্তব্য ভাইরাল হতেই জল্পনা যখন রাজ্য রাজনীতিতে। রবিবার পুরুলিয়া যাওয়ার পথে কাঁকসার বাঁশকোপা টোলগেট এলাকায় ক্ষনিকের চা পানের বিশ্রামে জল্পনা উড়িয়ে এমনই মন্তব্য করল নব নিযুক্ত বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়।

প্রসঙ্গত, প্রায় তিন বছর আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেয় একদা তৃণমূলের চানক্য মুকুল রায়। যোগ দেওয়ার পর একাধিক নেতাকে তৃণমূল থেকে এনেছেন তিনি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে অভূতপূর্ব সাফল্যের কান্ডারী হিসাবে মুকুল রায়কে কৃতিত্ব দিয়েছে। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে মুকুল রায়ের দুরত্ব বাড়তে থাকে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। এমনকি পুরোনো দলে ফেরার জল্পনাও জোরালো হয়ে ওঠে। এদিকে ২০২১ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ময়দানে নামে গেরুয়া শিবির। সেই মতো দিল্লিতে দফায় দফায় চলে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা। বাংলা দখলের জন্য যুব সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে দায়িত্ব দেওয়া হয় সাংসদ সৌমিত্র খাঁ কে। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসে সম্প্রতি ততই সর্ব ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে গুরুত্ব বাড়তে থাকে মুকুল রায় ও তাঁর অনুগামীদের। শনিবার বিজেপির সর্ব ভারতীয় সংগঠনের রদবদল হয়। তাতে রাজ্যের অনুপম হাজরা, রাজু বিস্ত-এর মতো যুবকর্মীদের যেমন জায়গা দেওয়া হয়। তেমনই জাতীয় সংগঠন থেকে রাহুল সিনহার মতো বাংলার পুরোনো দিনের নেতাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আবার তৃণমূল থেকে আসা মুকুল রায়কে সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি করা হয়।

আর তাতেই কিছুটা অভিমানের সুরে রাহুল সিনহা তার বক্তব্যে বলেন,' চল্লিশ বছর ধরে বিজেপির সেবা ও সৈনিক হিসাবে কাজ করেছি। জন্মলগ্ন থেকে সেবার করার পুরস্কার এটাই, যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আসছে তাই আমাকে সরতে হবে। এর থেকে বড় দুর্ভাগ্যের কিছু হতে পারে না। পার্টি যে পুরস্কার দিল, সে পুরস্কারের পক্ষে বিপক্ষে কিছু বলতে চাই না। যা বলার ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে বলব। এবং আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করব।' তার এই মন্তব্য রীতিমতো রাজ্যজুড়ে জল্পনা শুরু হয়। প্রশ্ন ওঠে তাহলে কলন পথে বিজেপির প্রাক্তন ওই রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন সর্ব ভারতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা?

রবিবার কার্যত সেই জল্পনা উড়িয়ে দিলেন বিজেপির নব নিযুক্ত সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়। এদিন পুরুলিয়া যাওয়ার পথে কাঁকসার বাঁশকোপা টোলগেট এলাকায় ক্ষনিকের চা পানের বিশ্রামে দাঁড়ান। সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন,' রাহুল বাংলার মুখ। দীর্ঘদিন ধরে দলটা করছে। কি একটা কথা বলেছে, এটা ধরার কোন মানে হয় না।' আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' রাজ্য সভাপতি দীলিপবাবুর নেতৃত্বে আগামীদিনে ভাল ফল করবে।'

বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল বারুইপুরে

বারুইপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল সর্বজনবিদিত। এবার তৃণমূলের পাশাপাশি গোষ্ঠী কোন্দলে জড়াল বিজেপিও। রবিবার বিকেলে বারুইপুরে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে দুই গোষ্ঠীর কোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে। এদিন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সাধারন সম্পাদক অনুপম হাজরার সামনেই বিক্ষোভে জড়িয়ে পড়েন দুই গোষ্ঠী। দুপক্ষের হাতাহাতিতে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হন। আহতদেরকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়।রবিবার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন সদ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যুক্ত হওয়া অনুপম হাজরা। এদিন বৈঠক শেষে অনুপম যখন বেড়িয়ে যাচ্ছিলেন তখন একদল বিজেপি কর্মী যারা এই বৈঠকে ডাক পান নি তারা অনুপমকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁর গাড়ি আটকে রাখেন দীর্ঘক্ষণ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সেই সময় দলীয় কার্যালয় থেকে অন্য বিজেপি কর্মীরা তারা বেড়িয়ে এসে বিক্ষুব্ধ কর্মীদের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। দুপক্ষের হাতাহাতিতে বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

বিজেপির দক্ষিন ২৪ পরগনা পূর্ব সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হরিকৃষ্ণ দত্ত বলেন, " কিছু দুষ্কৃতী তারা এদিন দলীয় কার্যালয়ে এসে হামলা চালায়। দলীয় কর্মীদের মারধোর করে। এরা আসলে বিজেপি নয়, এরা দুষ্কৃতী।" হরিকৃষ্ণ অনুগামীদের দাবি এই হামলার পিছনে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা বিজেপির সাধারন সম্পাদক স্বরূপ দত্তের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে স্বরূপ দত্ত দাবি করেন, " আমি বিজেপিতে নবাগত। এখানে আমার কোন গোষ্ঠী নেই। মাত্র ২১ দিন আমি দলে যোগ দিয়েছি। যতদূর শুনেছি জেলা সভাপতি সমস্ত মন্ডল সভাপতিদের এই বৈঠকে ডাকেন নি। নিজের কিছু কাছের লোককে নিয়ে আজ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে বৈঠক করেছেন। দিনের পর দিন বেশ কিছু মণ্ডল সভাপতি ও তাদের অনুগামি দলীয় কর্মীদের উপেক্ষা করছেন জেলা সভাপতি। এদিন কেন তারা বৈঠকে ডাক পাননি তা জানতেই দলীয় কার্যালয়ে আসেন।" এই দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে এদিন যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায় বারুইপুরে।এবএবিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা তণমুলের মুখপাত্র তথা সোনারপুর দক্ষিনের বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায় বলেন, বাংলার বুকে বিজেপির কোনও জায়গা নেই । যদুবংশের মত ধ্বংস হবে বিজেপি । তাঁর মতে, সুবিধাবাদী মানুষরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তণমুলের বর্জ্য পদার্থগুলো এখন বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা করোনা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে ধরা মন্তব্যের প্রসঙ্গে ও তীব্র সমালোচনা করলেন তিনি।বলেন, অনুপম অকতজ্ঞ তাই একথা বলেছেন। বিজেপির এই গোষ্ঠীকোন্দলের সাথে তণমুলের কোনও যোগাযোগ নেই বলে তার দাবি। নিজেদের কর্মীদের সংযত করতে না পারাতেই এই ঘটনা। ২১ সালে বিজেপি ক্ষমতা দখলের দিবাস্বপ্ন দেখছে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১১০৬ জন

ঢাকা, ২৬ সেপ্টম্বর(হি.স.): করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে আরও ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সেদেশে মোট ৫ হাজার ১২৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন। এই সময়ে বাংলাদেশে নতুন করে ১ হাজার ১০৬ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে সেদেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হল ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৮৭৩ জন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৭৫৩ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৬৮ হাজার ৭৭৭ জন। শনিবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানিয়েছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চিন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

কঠিন সময় আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পাশে শিবমন্দির দুর্গোৎসব কমিটি

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর(হি স):চলতি বছর করোনা আবহে চরম সমস্যায় পড়েছিল সাধারণ মানুষ। অনেকের পকেটেই ধরেছে টান। আর তাই রবিবার কঠিন সময় সাধারণের পাশে শিবমন্দির দুর্গার্োৎসব কমিটি।

হাতের মাত্র অল্প কয়েক দিন। কারণ ক্যালেন্ডার বলছে পুজো দোড়গোড়ায় এসে হাজির। চলতি বছর ৮৪তম বর্ষে পদার্পণ করল শিবমন্দির দুর্গার্োৎসব

ছয়ের পাতায়

মুর্শিদাবাদে আল কায়দা জঙ্গি ধরা পড়ার পর আরও তৎপর কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি স): সম্প্রতি আল-কায়দা জঙ্গি সন্দেহে মুর্শিদাবাদ ও কেরালার এর্নাকুলামে তল্লাশি চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ।মুর্শিদাবাদে আল কায়দা জঙ্গি ধরা পড়ার পর থেকে আরও কড়া কলকাতা পুলিশ। রাস্তা থেকে হোটেল রেস্তোরাঁতেও রাতের শহরে নাকা চেকিং চালাচ্ছে পুলিশ।

করোনা অবহে অত্যন্ত কড়া ছিল কলকাতা পুলিশ। শহরের রাস্তায় বাইক ,গাড়ি থামিয়ে নাকা চেকিং চালায় পুলিশ। কি করে রাস্তায় বেরিয়েছে সেই সব খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এরই মাঝে মুর্শিদাবাদে আল কায়দা জঙ্গি ধরা পড়ে। জঙ্গি ধরা পড়ার পর থেকেই কলকাতায় আরও কড়া নজরদারি কলকাতা পুলিশের। নাকা চেকিংয়ের পর এবার হোটেল, গেস্ট হাউস, বারেও কড়া নজর পুলিশের। রাতের শহরে কড়া নজরদারি পুলিশের।

মাদক মামলায় গ্রেফতার করণ জোহরের প্রাক্তন ম্যানেজার

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মাদক মামলায় করণ জোহরের ধর্মা প্রোডাকশনের প্রাক্তন ম্যানেজার ক্ষিতিশ রবি প্রসাদকে গ্রেফতার করল নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। প্রায় ২৭ ঘন্টা সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার ক্ষিতিশকে গ্রেফতার করে এনসিবি। ক্ষিতিশের গ্রেফতারির খবর নিশ্চিত করেছে এনসিবি। ক্ষিতিশকে গ্রেফতারের পর করণ জোহরের ঝামেলা বাড়ছে। করন জোহরের বাড়িতে পার্টির ভিডিওটি তদন্ত করছে এনসিবি।

শুক্রবার করণ জোহরের ধর্মা প্রোডাকশনের ডিরেক্টর ক্ষিতিশ রবি প্রসাদকে দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল । তবে তার আগেই গতকাল সাত সকালে ধর্মার এই কর্মচারীর বাড়িতে হানা দেয় এনসিবির একটি টিম। নেতৃত্বে ছিলেন সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ে। প্রায় চার ঘন্টা ধরে ক্ষিতিশের বাড়িতে চিরুনি তল্লাশি চালায় এনসিবি। এরপরই তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দেয় ব্যালাড এসস্টেডের অফিসে। জানা যায় ক্ষিতিশের বাড়ি থেকে নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করেছে এনসিবি। এরপর ক্ষিতিশকে আটক করে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে এনসিবির প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি করণ জোহরের ধর্মা প্রোডাকশনের প্রাক্তন এই এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার। সংস্থার আরও এক প্রাক্তন কর্মচারী অনুভব চোপড়াকেও গতকাল তলব করেছিল এনসিবি। রাতভর তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ চলে- তবে সকালে করণ জোহরের সংস্থায় কাজ করা এই সহকারী পরিচালকে ছেড়ে দেয় এনসিবি। আর ক্ষিতিশকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগের বলিউডের মাদককাণ্ডে ধর্মা প্রোডাকশনের

ছয়ের পাতায়

রীভা গাঙ্গুলির সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হলো বন্ধুত্ব, বৈরিতা নয়

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৭।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হলো সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়। আমরা সব সময় ভালো সহযোগিতার কথা চিন্তা করি। বিশেষ করে এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলো তাদের প্রয়োজনে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, সিলেট ও সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারে। এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক আরো দৃঢ় সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

রোববার গণভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ বিদায়ী সাাতে গেলে প্রধানমন্ত্রী এ কথা জানান। পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিদায়ী এ সৌজন্য সাাতে রীভা গাঙ্গুলি দাশ কোভিড-১৯ মহমারি, রোহিঙ্গা সংকট ছাড়াও দ্বিপাকি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। কোভিড-১৯ মহামারি বিষয়ে রীভা গাঙ্গুলি বলেন, প্রাণঘাতী এই রোগের বিরুদ্ধে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করছে। এসময় করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের নেয়া পদেপের প্রশংসা করেন রীভা গাঙ্গুলি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিরও প্রশংসা করেন এই হাইকমিশনার।

শেখ হাসিনা বলেন, এই সংকটে সব শ্রেণির পেশার মানুষ এক সঙ্গে কাজ করছে।

করোনা মহামারির কারণে মুজিব বর্ষ উদযাপনের বিভিন্ন কর্মসূচি স্থগিত করার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, মুজিব বর্ষ উপলে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করি। কিন্তু করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে আমরা অনেক কর্মসূচি উদযাপন করতে পারিনি।

মুজিব বর্ষ উপলে সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সারাদেশে এক কোটি গাছের চারা রোপণ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন তিনি। হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প থেকে একটি চিঠি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেন।

যেখানে মোদি ৭৪তম জন্মদিন উপলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান।

হাইকমিশনারও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদি এবং রিভা গাঙ্গুলীকে ধন্যবাদ দেন। প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা স্মরণ করেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড় আহমদ কায়কাউস এবং ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার বিশ্বদীপ দে।

শেখ হাসিনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদির

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৭।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জানান, এ উপলে বাংলাদেশে ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা হিসেবে পাঠানো একটি চিঠি এবং সঙ্গে একটি ফুলের তোড়া হস্তান্তর করেছেন।তিনি বলেন, 'রীভা গাঙ্গুলী রোববার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিদায়ী সাাত করতে এসে নরেন্দ্র মোদির এই চিঠি তার (শেখ হাসিনার) হাতে তুলে দেন।'আপনার জন্মদিনে আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন', চিঠিতে লিখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।মোদি আরও লিখেন, 'আপনার (শেখ হাসিনা) দূরদর্শী নেতৃত্ব বাংলাদেশকে ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করেছে এবং সমানভাবে আমাদের দ্বিপীয় সম্পর্কেরেত্রে আপনার অবদান অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।'ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরও বহু বছর বাংলাদেশের জনগণের সেবায় শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় মেয়ে শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন আগামীকাল (২৮ সেপ্টেম্বর) নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হবে।

রাহুলদার সাথে চায়ের আড্ডায় বসলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে অনুপম

বারুইপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার বিজেপির কেন্দ্রিয় কমিটি গঠিত হয়েছে। সেই কমিটিতে কেন্দ্রীয় সহ সভাপতির পদ পেয়েছেন বঙ্গ রাজনীতির চানক্য হিসেবে খ্যাত মুকুল রায়। পাশাপাশি সর্ব ভারতীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন বোলপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা একদা তৃণমূল নেতা অনুপম হাজরা। বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে অনুপম তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে গত লোকসভা ভোটে বিজেপির হয়ে প্রতিদন্দ্বিতা ও করেছেন। কিন্তু জিততে পারেননি। তবে ভোটে না জিতলেও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বঙ্গে বিজেপির সংগঠন আরও মজবুত করতে অনুপমের উপরেই ভরসা রেখেছেন। বাদ পড়েছেন এরাজ্যের একদা বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ পড়তেই শনিবার সন্ধ্যায় দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রাহুল। তৃণমূলের লোকেরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসবেন বলেই তাঁকে সেই কমিটিতে রাখা যাবে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রাহুল। যদিও রাহুলের রাগ এক কাপ চায়েই ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে করেন অনুপম। রবিবার দলের সাংগঠনিক বৈঠকে দক্ষিন ২৪ পরগনা পূর্ব সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় বারুইপুরে এসে একথা বলেন অনুপম।

এদিন কামালগাজি মোড় থেকেই বিজেপি কর্মীরা অনুপমের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ অনুপমের গাড়ি সেখানে এলে তাঁকে নতুন দায়িত্বের জন্য সম্বর্ধনা জানান বিজেপি কর্মীরা। সেখান থেকেই বাইক র‍্যালি করে তাঁকে দলীয় কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে রওনা দেন বিজেপি কর্মীরা। এদিন দলীয় কার্যালয়ে এলে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপির জেলা সভাপতি হরিকৃষ্ণ দত্ত। তাঁকে ফুল, মালা দিয়ে বরণ করে নেন দলের অন্য কর্মীরা। এরপরেই কর্মীদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন অনুপম। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কিভাবে দলের কর্মীরা কাজ করবেন, কিভাবে সংগঠনকে আরো মজবুত করবেন তা নিয়েই মূলত এদিন আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুপম বলেন, " দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটি তৈরি হয়েছে। রাহুলদা নিজেও দলের সিস্টেম সবই জানেন, উনি দীর্ঘদিনের কর্মী, আশাকরি সব সমস্যা ভুলে একসাথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হবেন। ওনার সাথে এককাপ চায়ের আড্ডায় বসলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওনার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক।" কলকাতায় এলাকায় রাহুল সিনহার সাথে কথা হয় আড্ডা হয় বলে জানান তিনি।

এর পাশাপাশি এদিন অনুপম আরো বলেন, " এবার এ রাজ্য থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করতেই হবে। ২০২১ এর বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত সর্বদা দলের সংগঠনের জন্য কাজ করে যাবো। কেন্দ্রীয় যে আস্থা আমার উপর দেখিয়েছেন তা যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করবো।"

এদিন দলীয় কার্যালয়ে বিজেপি কর্মী, সমর্থক পরিবৃত হয়ে আসেন অনুপম। সেখানে শারীরিক দূরত্বের বিধিনিষেধ মানা হয়নি, অনেকের মুখেই মাস্ক ছিল না। এ প্রসঙ্গে অনুপম আরো বলেন, " আমরা করোনার থেকে আরো বড় ভাইরাস মমতা ভাইরাসের সাথে লড়াই করছি। ঐ ভাইরাসকে এ রাজ্য থেকে আগে তাড়াতে হবে। আর আমার যদি করোনা হয়, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে ধরবো। করোনায় মৃত মানুষগুলির সাথে ও তাদের পরিবারের সাথে কুকুরের মতো ব্যবহার করেছে এই সরকার। তাই এদেরকে তাড়াতেই হবে।" অনুপম দলের নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় খুশি বিজেপির যুব কর্মীরা।

বারুইপুর পূর্ব জেলার সভাপতি হরিকৃষ্ণ দত্ত বলেন, " অনুপমের মতো তরতাজা যুবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সুযোগ পেয়েছে। আমরা খুশি এরকম তরতাজা যুবক দলের সংগঠনকে আরও অনেক বেশি মজবুত করতে পারবে। আমরা সকলেই এই সর্বনাশা তৃণমূলকে এ রাজ্য থেকে বিতারিত করেই ছাড়বো।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আনুষ্ঠানিকভাবে জেডিইউ-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা গুপ্তেশ্বর পান্ডে

পাটনা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বিহার পুলিশের প্রাক্তন ডিজি গুপ্তেশ্বর পান্ডে রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের উপস্থিতিতে জনতা দল ইউনাইটেডতে (জেডিইউ) যোগ দেন। রবিবাসরীয় সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের শাসকদলে যোগ দিলেন। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনীতিতে গুপ্তেশ্বর পান্ডের যোগদান গেম চেঞ্জার হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের ডিজির পর থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছিলেন গুপ্তেশ্বর পান্ডে। সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু রহস্য উদঘাটনে সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন গুপ্তেশ্বর পান্ডে। পরে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন এই সাক্ষাৎ নেহাতই সৌজন্যমূলক ছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিহারের তিন দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ অক্টোবর, ৩ এবং ৭ নভেম্বর হবে ভোটগ্রহণ। বিহারে রাজনৈতিক পালাবদল এর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল আরজেডি। ভোট গণনা হবে ১০ নভেম্বর।

বিহারে পরিবর্তনের স্রোত বইছে, দাবি মনোজ ঝা এর

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): চলতি বছরের শেষের দিকেই পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্য বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। সেই উপলক্ষে করোনা সংকটের মধ্যেও প্রস্তুতি তুঙ্গে। রাজ্যের বর্তমান শাসকদল জেডিইউ- বিজেপি - এলজেপি জোট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল আরজেডি। রবিবার সেই সুর শোনা গেল দলের বর্ষীয়ান নেতা মনোজ ঝা এর কণ্ঠে।

বিধানসভা নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পরিবর্তন হবে বলে দাবি করেছেন তিনি। এদিন মনোজ ঝা জানিয়েছেন, বিহার জুড়ে পরিবর্তনের ঢেউ এবং হাওয়া দুটোই বইছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পরিবর্তন দেখতে পাবে সকলে। কংগ্রেসের সঙ্গে আরজেডির জোটের মধ্যে যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই তা স্পষ্ট করে দিয়ে মনোজ ঝা জানিয়েছেন, আসন সমঝোতা নিয়ে কংগ্রেসের অসন্তোষ হওয়ার যে ভুয়ো খবর রটেছে তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। সবকিছু ঠিক রয়েছে। রাজ্যবাসীর কাছে বিজেপি-জেডিইউ জোটের বিকল্প হচ্ছে আরজেডি। আসন সমঝোতা জটিল বিষয় তা আলাপ আলোচনার মধ্যেই দিয়ে সমাধান করতে হবে।

কৃষি বিল এর সমর্থনে প্রচারে নামলেন সাংসদ ডা: সুভাষ সরকার

বাঁকুড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশজুড়ে কৃষি বিল নিয়ে বিরোধী দলের সম্মিলিত বিরোধিতায় চরম বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। সেই বিভ্রান্তি নিরসনে এবার বিলের পক্ষে প্রচাৰে নামলেন বিজেপি সাংসদ ডঃ সুভাষ সরকার। আজ সকালে বাঁকুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র মাচানতলা মোড়ে আকাশ মুক্তমঞ্চে কৃষি বিল এর স্বপক্ষে সভার আয়োজন করা হয়।

কৃষি বিল নিয়ে দেশজুড়ে বিরোধীদেৰ অপপ্রচারের জবাব দিতে খোলা মঞ্চে হাজির হন ডঃ সুভাষ সরকার। কৃষি বিল এর স্বপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এই বিলের ফলে ছোট থেকে বড় সমস্ত রকমের কৃষক উপকৃত হবেন। কৃষকেরা তাদের ফসল সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতে পারবে। এই বিলে কৃষকের রেজিস্ট্রেশন থাকার ফলে কোন কৃষকের কাছে কি ফসল রয়েছে, কত পরিমাণে রয়েছে সমস্ত কিছুই জানতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং কোম্পানীগুলি।কৃষকেরা তাদের ফসলের সহায়ক মূল্য বা তার চেয়েও বেশি দামে সরাসরি কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানিকে বিক্রি করতে পারবেন, এর ফলে সরাসরি কৃষকেরা উপকৃত হবে।এতদিন পর্যন্ত যে দালাল রাজ চলত তা বন্ধ হয়ে যাবে ঊ যার ফলে গেল গেল রব তুলেছে বিরোধীরা। এদিনের সভায় বিজেপির জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র সহ জেলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোষাগারের হাল ফেরাতে ওয়েভার স্কিম চালু পুরসভার

কলকাতা, ২৭সেপ্টেম্বর (হি. স.): লকডাউন এর কারণে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে পুরসভার কর আদায় প্রক্রিয়া। স্বাভাবিকভাবেই টান পড়েছে কোষাগারে। এ পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পয়লা অক্টোবর থেকে ওয়েভার স্কিম চালু করছে কলকাতা পুরসভা। এর ফলে যেমন কলকাতা পুরসভার আয় বাড়বে ঠিক তেমনি সুবিধে হবে করদাতাদেরও।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম জানান, পয়লা অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বকেয়া কর জমা দিলে সে ক্ষেত্রে ১০০শতাংশ সুদ মকুব করে দেওয়া হবে। মুকুব করা হবে জরিমানাও। এছাড়াও ১ এপ্রিল থেকে ৩০জুন এর মধ্যে বকেয়া সম্পত্তি কর জমা দিলে সুদের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ ছাড় ও জরিমানার ক্ষেত্রে ৯৯ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে জানিয়েছেন পুর কমিশনার বিনোদ কুমার। ইতিমধ্যেই প্রস্তাব রাজ্যের মন্ত্রী সভায় গৃহীত হয়েছে।

ম্যানেজার

পাচের পাতার পর

নাম জড়ানোর পর শুক্রবার রাতে সাফাই দেন করেন করণ জোহর। তিনি বলেন- "আমি অথবা ধর্মা প্রোডাকশন কেউই দায়ী নই কোনও মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে কী করছে তার জন্য। এটা ধর্মার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নয়। আমি আরও জানাই অনুভব চোপড়া ধর্মার অন্য কর্মচারী নন, ২০১১-১২ সালে উনি খুব অল্প সময়ের জন্য মাত্র দুই মাস ধর্মার একটি প্রোডাকশনে সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেছিলেন। এবং ২০১৩ সালে একটি শর্ট ফিল্মের জন্য কাজ করেছিল অনুভব। এরপর থেকে ধর্মার আর কোনও প্রোডাকশনে অনুভব চোপড়া যুক্ত ছিল না। ক্ষিতিশ রবি প্রসাদ ধর্মাটিক এন্টারটেনমেন্ট (ধর্মার সহযোগী সংস্থা) যোগ দেয় ২০১৯-এর নভেম্বরে এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার হিসাবে-চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হয়েছিল তাঁর"। করণ জোহর আরও জানিয়েছেন- 'আমি নিষিদ্ধ মাদক সেবন নিজে করি না, বা করবার বিষয়কে কাউকে সমর্থন বা এটির প্রচারও করি না'।

সৌদি আরবের

তিনের পাতার পর

অর্থনৈতিক নির্ভরতা কমিয়ে আনতেই এই সিদ্ধান্ত। যার জন্য ৪৯ দেশের জন্য নতুন ভিসা পদ্ধতি চালু করার পর ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে বিদেশি পর্যটকদের জন্য নিজের দরজা খুলে দিয়েছে দেশটি। ২০২০ সালের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপদনের ১০ শতাংশ এই খাত থেকে আনতে চাইছে সৌদি আরব।

৩১৮৫ জন

তিনের পাতার পর

কলকাতায় মোট ১৬৬৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৯৪৪জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৭০জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫৩৪জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৩ হাজার ৬১৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩০লাখ ৯৮হাজার ৬৫৭টি। এখন রাজ্যে ৮০টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

পরিষদ

● **প্রথম পাতার পর**

দাবি জানিয়ে বলেন, মিজোরাম থেকে বিতারিত হয়ে কাঞ্চনপুর ও পানিসাগর মহাকুমায় গত ২৩ বছর যাবৎ অবস্থানরত রিয়াং শরণার্থীদের স্থায়ী সমাধান সরকারিভাবে চুক্তি হয়েছে, সেই ঐতিহাসিক চুক্তিকে বানচাল করার জন্য নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এবং মিজু কনভেনশন দীর্ঘদিন ধরে গভীর ষড়যন্ত্র এবং অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

আর এ ধরনের ষড়যন্ত্র নিন্দা দায়ক বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, মিজোরামে রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধানের জন্য যে চুক্তিতে হয়েছে তা অতিসত্বর বাস্তবায়িত করা হোক বলে দাবি জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্রু দের সমাজপতি কৃপাজয় রিয়াং।

সংগঠন

● **প্রথম পাতার পর**

নেতৃবৃন্দ আশা ব্যক্ত করেছেন বর্তমান সরকার যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বর্তমান সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের চাকুরীতে নিযুক্তির ব্যবস্থা করলে তারা সরকারের পাশে থাকবে বলে তারা জানিয়েছেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে কোনো ধরনের রাজনীতি না করার জন্য তারা অনুরোধ জানিয়েছেন। চাকুরী হারিয়ে তারা অসহায় হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন চাকুরিচ্যুত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে বাধ্য হয়েছেন।ওইসব পরিবারকে সরকারি চাকরি প্রধান এর জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন।

জটিলতা

● **প্রথম পাতার পর**

আসেননি। সিভিল আদালতে একটি মামলা চলছে। অভিযোগ গত ২১ সেপ্টেম্বর রাত্রে তারা বতি রিয়াং কিছু লোককে গাড়ী দিয়ে নিয়ে এসে জমির ধান গুলো কেটে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার সাক্ষী আছেন সাতজন শ্যামল চাকমা, ইরা জয় রিয়াং, ভারত জয় রিয়াং, ব্রজ সুন্দর নাথ। ধানগুলো কাটায় নমো চরন রিয়াং নামে গরীব জুম চাসীর এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মত ক্ষতি হয়। লিখিতভাবে মহকুমা শাসককে জানান এই বিষয়টি। নমো চরন রিয়াং কাঞ্চনপুর থানায় একটি মামলা করেন তারাবাতি রিয়াং এবং খণ্ড রাম রিয়াং সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে। নমো চরণের বক্তব্য প্রশাসনের অপেক্ষায় আছেন। আইন অনুসারে সঠিক বিচার করলে খুব উপকৃত হবেন বলে জানান জুমিয়া নমো চরন রিয়াং।

কর্তব্যরত

● **প্রথম পাতার পর**

বলে অভিযোগ। সমস্ত ঘটনা স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা ভিডিও রেকর্ডিং শুরু করেছেন। শুধু তাই নয় এই ঘটনার খবর পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্ত ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করার সময়ে অভিযুক্তদের এক মহিলা সাংবাদিকদের ক্যামেরা ধরে টানাটানি শুরু করেন। এই ঘটনা কোনভাবেই যাতে সাংবাদিকরা ক্যামেরাবন্দি না করতে পারেন তার জন্য এক প্রকার হুলিয়া জারি করেছেন। ঘটনার পর উদয়পুর ট্রাফিক পুলিশ ১৯৪(এ) ধারায় মোটর ভেহিকেল আইনে মামলা নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

গণমুক্তি

● **প্রথম পাতার পর**

পুলিশের প্রতিক্রিয়ায় শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান প্রসাশনিক কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই গণমুক্তি পরিষদের কর্মীরা এই মিছিল সংগঠিত করেছে। যার ফলে পরবর্তী সময় তারা কোন প্রকার পথসভার আয়োজন করতে পারেনি। আজকের এই মিছিল ও সংঘর্ষকে ঘিরে সমগ্র শান্তিরবাজার এলাকায় অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

তান্ডব

● **প্রথম পাতার পর**

তুলে দেওয়া হয় নেশাগ্রস্ত মহিলার তাণ্ডবে গকুলনগর রাস্তার মাতা ভূইয়ারমাথা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি।

২৪ ঘন্টায় ৯.৮৭ লক্ষ, ভারতে ৭.১২ কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.৮৭ লক্ষেরও বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭.১২ কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯,৮৭,৮৬১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) পর্যন্ত সমগ্র দেশে ৭,১২,৫৭,৮৩৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শিল্প ও সংস্কৃতি মহলের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর সিনেমা হল খোলার সিদ্ধান্তকে স্বাগত

কলকাতা,২৭ সেপ্টেম্বর (হি স):ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি। তবে, করোনা আবহে প্রথম দিন থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সিনেমা হল। এরই মাঝে শনিবার ১ অক্টোবর থেকে রাজ্যের সমস্ত সিনেমা হল সহ বিনোদন মঞ্চ খুলে দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে স্বাগত মুক্তমঞ্চের। আর তাই রবিবার নিউটাউনে বিশ্ব বাংলা গেটের নিচে মুক্তমঞ্চের পক্ষ থেকে সমস্ত শিল্পী ও কলাকুশলীরা একত্রিত হন।

গতকাল মুখ্যমন্ত্রী জানান আগামী ১ অক্টোবর থেকে যাত্রা, থিয়েটার, আবৃত্তির মঞ্চ, সিনেমা-সহ বিভিন্ন বিনোদন চালু করা যাবে। তবে একবারে ৫০ জনের বেশি সেখানে ঢুকতে পারবেন না। প্রত্যেককে মানতে হবে সামাজিক দূরত্ব। পরতে হবে মাস্ক। লকডাউনে সিনেমাহল বন্ধ থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়ে বহু কর্মী। পুজোর আগে তাই সিনেমা হল খুললে সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে এই ভেবেই খোলা হচ্ছে সিনেমা হল। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শিল্পী ও কলাকুশলীরা। এদিন নিউটাউনে বিশ্ব বাংলা গেটের নিচে মুক্তমঞ্চের পক্ষ থেকে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে শিল্পী কলাকুশলীরা। পাশাপাশি তারা দাবি করেছেন কাছে ৫০ জনের থেকে বেশি জমায়েতের হলে ভালো হত। কারণ কোথাও অনুষ্ঠান হলে শিল্পী ও কলাকুশলী মিলিয়েই যদি ৫০ জন সেক্ষেত্রে দর্শকদের কি হবে।

রাস্তায় শিখ সংগঠন

আটের পাতার পর

চাইছে মোদি সরকার। দেশের কৃষক যদি খুশিতে না থাকে সেই প্রভাব পরবে আম জনতার ওপর। তাই এই বিলের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি'।এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থী দলের পক্ষ থেকেও বিলের বিরোধিতা করা হয়। দফায় দফায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ আন্দলন গড়ে তোলা হয়। প্রতিবাদ করে শ্রমিক সংগঠনগুলিও।

দুর্গোৎসব কমিটি

পাচের পাতার পর

কমিটি। আর এইবছর তাদের পুজোর থিম দেবী। কিন্তু করোনা আবহে লকডাউনের জেরে টান পড়েছে অনেকের রুটি-রুজিতে। আর তাই কঠিন সময়ে সাধারণের কথা ভেবে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো শিবমন্দির দুর্গোৎসব কমিটির সদস্যরা। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করা হয়।

যশোবন্ত সিং

● **প্রথম পাতার পর**

হিসেবে পরে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মাধ্যমে। অটল বিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং বিদেশমন্ত্রককে নিজের কাজের চাপ ছেড়ে গিয়েছেন।রাজনীতি এবং সমাজ জীবনের প্রতি তার অসাধারণ দৃষ্টিকোণ অনুকরণীয়। বিজেপিকে শক্তিশালী করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন।তাঁর পরিবারবর্গ এবং সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভায় অত্যন্ত দক্ষ এবং যোগ্য মন্ত্রী হিসেবে দেশকে সেবা করে গিয়েছিলেন যশোবন্ত সিং।লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে প্রথম এন ডি এ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে সামলেছিলেন তিনি। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ বিদেশমন্ত্রক, ২০০০ থেকে ২০০১ প্রতিরক্ষামন্ত্রক, ২০০২ থেকে ২০০৪ অর্থ মন্ত্রকের মত গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও সততার সঙ্গে সামলেছিলেন। ১৯৮০ সালে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে প্রথমবার জাতীয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ হয় যশোবন্ত সিং এর। সংসদে পাবলিক একাউন্ট কমিটির সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৮৯ সালে রাজস্থানের চিত্তরগড় লোকসভা কেন্দ্র থেকে সংসদ নির্বাচিত হন।ওই একই কেন্দ্র থেকে ১৯৯১, ১৯৯৬ লোকসভা নির্বাচনে জয় যুক্ত হন।১৯৯৬ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১৩ দিনের সরকারের অর্থমন্ত্রী হন যশবন্ত। নিজের বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনে তিনি চারবার লোকসভার সাংসদ এবং পাঁচবার রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিলেন।তাকে বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।রাজনীতির মাধ্যমে দেশকে সেবা করবেন বলে সেনাবাহিনী থেকে আগাম অবসর নেন।ছয় এর দশকে রাজনীতিতে যোগদান করলেও জাতীয় রাজনীতির পাদপ্রদীপে আসেন আটের দশকে। দেশের বাণিজ্যের পরিস্থিতি আরো সুগম এবং সরল করে তোলার জন্য কাস্টম ডিউটি হার কমিয়ে দিয়ে ছিলেন তিনি অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন। ১৯৮০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সাংসদ হিসেবে দেশকে সেবা করে গিয়েছিলেন। এমনকি যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান পদেও নিজের কাজের ছাপ রেখে গিয়েছেন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে তার বাগ্মিতা আজও অনেকে ভোলেনি। বাণিজ্যিক সহ একাধিক বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সুগম করতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৯৯ সালে কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ডে ভারতীয় যাত্রীদের উদ্ধার করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের পর দলের অন্দরে সরব হয়ে ওঠেন যশোবন্ত।পরাজয়ের কারণ খতিয়ে দেখার দাবি তুলতে থাকেন তিনি। শেষের দিকে দলের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়ে গিয়েছিল। যদিও নিয়মিত তার খোঁজখবর রাখতেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিং এর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।রবিবার নিজের টুইট বার্তায় শোক প্রকাশ করে রাজনাথ সিং লিখেছেন, বুদ্ধিমত্তার পরিধি এবং দেশকে সেবা করার অসাধারণ নজির রেখে যাওয়ার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন যশোবন্ত সিং। রাজস্থানে বিজেপিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দুঃখের এই সময় তার পরিবারবর্গ এবং অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা রইল।স্মৃতি ইরানি টুইট বার্তায় লিখেছেন, সেনাবাহিনী হোক বা রাজনীতি তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দেশকে সেবা করে গিয়েছেন। তার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা রইল।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিং এর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু।রবিবার নিজে টুইট বার্তায় উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী যশোবন্ত সিং এর প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত।তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন যিনি দেশকে অসাধারণ সেবা করে গিয়েছেন। দক্ষ প্রশাসক, অসাধারণ সাংসদ, সততার প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। তার শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা রইল। তিনি প্রকৃত অর্থেই জননায়ক ছিলেন যিনি রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ভাবে সেবা করে গিয়েছেন। সার্বজনীন জীবনে তার মরমী মনুষ্যত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যশোবন্ত সিং এর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। টুইট করে নিজের শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, বরিষ্ঠ সেনা আধিকারিক, উৎকৃষ্ট সাংসদ, অসাধারণ জননেতা এবং বুদ্ধিজীবী যশোবন্ত সিং এর প্রয়াণে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। ধৈর্য সহকারে কঠিন কর্তব্য পালন করে গিয়েছিলেন তিনি। তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা রইল।

উল্লেখ করা যেতে পারে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে রবিবার সকালে রাজধানী দিল্লি সেনা হাসপাতলে সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ বর্ষীযন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিং। হাসপাতালে তরফ থেকে জানানো হয়েছে শারীরিক একাধিক অসুস্থতা নিয়ে গত ২৫ শে জুন থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। তার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ ছিল।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২।

যশোবন্ত সিং এর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।রবিবার সকালে নিজের টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, প্রাক্তন প্রকরক্ষামন্ত্রী যশোবন্ত সিং এর প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত।তিনি দীর্ঘসময় ধরে সাংসদ ছিলেন।তাঁর পরিবারবর্গ এবং অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

পৃথক

● **প্রথম পাতার পর**

পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

কুমারঘাট থানা এলাকার সোনাইমুড়ীতে বাইক ও অটোর সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।আহতদের মধ্যে দু"জনের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় স্থানীয় হাসপাতাল থেকে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় সাদা বাড়ি থেকে সোনাইমুড়ী যাওয়ার পথে একটি বাইকে অপর একটি অটো ধাক্কা দেয়। বাক নেওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।অটোর ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে বাইকের চালকসহ তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হন।দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে দু জনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চালকদের অসাবধানতার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

দিবস

● **প্রথম পাতার পর**

সাবধান ও সর্তকতা অবলম্বন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী।থও রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটন মন্ত্রী বলেন রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে।রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পকে গুরুত্ব দিয়েছে বলেই পর্যটন শিল্প দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছেছে। রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্র বিশ্বদরবারে স্থান পাচ্ছে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।প্রসঙ্গক্রমে পর্যটন মন্ত্রী জানান আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে রাজ্যের সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র গুলি পর্যটকদের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করার কারণেই রাজ্য সরকার রাজ্যের পর্যটন শিল্প গুলি পর্যটকদের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।তবে পর্যটন ক্ষেত্রগুলি পর্যটকদের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যাবতীয় জিনিসের মান্য করে পর্যটকদের পর্যটন কেন্দ্রে যেতে হবে। পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যথাযথভাবে সেনিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী।এদিন রাজ্যের পর্যটনশিল্পকে গোটা বিশ্বের দরবারে আরো বেশি পরিমাণে পৌঁছে দেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন পর্যটনমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

এমনই একটি চিঠি স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, হরিয়ানার সোনিপথ জেলার কৃষক কানওয়ার চৌহান জানিয়েছেন, এ পি এম সি আইনের বাইরে যখন সবজি এবং ফল কে নিয়ে আনা হলো তখন তার মতন বহু কৃষক উপকৃত হয়েছে।

ধোনিদের বাঁচাতে ছুটি থেকে ফিরছেন রায়না ?

আইপিএলের প্রথম সপ্তাহে বেশ ব্যস্ত ছিল চেন্নাই সুপার কিংস। ১৯ সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া টুর্নামেন্টে ২৫ তারিখের মধ্যেই তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। উদ্বোধনী ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকে হারিয়ে শুরু হলেও পরের দিনগুলো অবশ্য হতাশামাখা। টানা দুই ম্যাচে হেরে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে আট দলের মধ্যে পাঁচে আছে তারা।

টানা দুই হারের চেয়েও চেন্নাইকে বিব্রত করছে হারের ধরনটা। টানা দুই ম্যাচেই দলের হয়ে যা একটু ফাফ ডু প্লেসিই লড়েছেন। মিডল অর্ডারে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে পারছেন না আর কেউ। মিডল অর্ডার দ্রুত রান তুলতে না পারায় স্লগ ওভারে লোয়ার মিডল অর্ডারের সামনে অসম্ভব সব লক্ষ্য এসে পড়ছে। প্রথম ম্যাচে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলা আম্বাতি রাইডু চোটে দলটির মিডল অর্ডারের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। সে ফাঁক আড়াল করতে তাই শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে সুরেশ রায়নাকে ফেরানোর চিন্তাভাবনা করছে তারা।

চেন্নাইয়ের জন্য এ মৌসুমে শুরুতেই বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে রায়নার অনুপস্থিতি। দলের সঙ্গে খেলার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতেও গিয়েছিলেন রায়না। কিন্তু পারিবারিক জীবনে ভয়াবহ এক বিপর্যয় নেমে এলে দলকে রেখে দেশে ফিরেছেন সদ্য জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়া ব্যাটসম্যান। প্রতি মৌসুমেই যার ব্যাট থেকে প্রায় চার শর ওপরে রান পাওয়া যায়, এমন ব্যাটসম্যানের অভাব পূরণ করার মতো মিডল অর্ডার গড়তে পারেনি চেন্নাই।

মাঝে খবর এসেছিল, ফ্র্যাঞ্চাইজি ও রায়নার সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে। আর এ কারণেই পারিবারিক বিপর্যয় সামলে ওঠার সময় পেয়েও রায়না দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন না। রায়না অবশ্য এমন গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন। দলের বিপদে তাই রায়নাকে ফেরানো হতে পারে, এমন কথা শোনা যাচ্ছে। যদিও রায়নাকে ফেরানো হবে কি না, এমন প্রশ্নে নিজের অসহায়ত্বের কথা আগেই জানিয়েছেন দলের মালিক এন শ্রীনিবাসন, 'দেখুন, এটা আমার এখতিয়ারে নেই। আমরা একটা দলের মালিক, ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক। কিন্তু আমরা খেলোয়াড়দের কিনে ফেলিনি। আমি দলের অধিনায়কও নই...সর্বকালের সেরা অধিনায়ক আমাদের দলে। তাহলে আমি কেন ক্রিকেটীয় ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যাব?'

টানা দুই হারের পর আবারও রায়নার প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল। এবারও 'না' সূচক উত্তর দিয়েছেন শ্রীনিবাসন, 'দেখুন আমরা রায়নার জন্য বসে থাকতে পারি না, কারণ সে নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। দল তাঁর এ সিদ্ধান্তকে সম্মান করে। আমরা এ নিয়ে ভাবছি না। ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সেরা সমর্থক আমাদের এবং আমি তাদের সবাইকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা ঘুরে দাঁড়াব। এটা একটা খেলা, এখানে ভালো দিন আসবে, বাজে দিনও আসবে। ছেলেরা জানে ওদের কী করতে হবে এবং সবার মুখেই হাসি ফিরবে।'

তাহলে তো রায়নাকে এবারের আইপিএলে দেখার আশা ছেড়ে দিতেই পারেন চেন্নাই সমর্থকেরা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, রায়না নাকি নিজেই ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সূত্র ইন্ডিস্পোর্টসকে বলেছেন, 'এ দিকে (পারিবারিক ঝামেলা) সবকিছু সে গুছিয়ে এনেছে, এখন সিএসকে দলের সঙ্গে যোগ দিতে চায়।' ভারতীয় অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের খবর যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে খুব দ্রুত সংযুক্ত আরব আমিরাতে দেখা যাবে রায়নাকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও বলে দিয়েছে, যদি চেন্নাই চায়, তাহলে রায়নাকে খেলতে দিতে কোনো বাধা নেই তাদের পক্ষ থেকে। তবে আইপিএলের জন্য উড়াল দিলেই রায়নাকে পাবে না চেন্নাই। ভারতীয় বোর্ড এটাও জানিয়ে দিয়েছে, যেহেতু আবার নতুন করে দলের সঙ্গে যোগ হবেন রায়না, তাঁকে নির্দিষ্ট সময় কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। অর্থাৎ রায়না আমিরাতে পা রাখার পর অন্তত ৭-৮ দিন অপেক্ষা করতে হবে চেন্নাইকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পেছানোর পরামর্শ ওয়াসিমের

কুমার সাঙ্গাকারা, ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, সাইমন ক্যাটিচসহ আরও অনেক সাবেক ক্রিকেটার চান, পিছিয়ে দেওয়া হোক এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তাদের সঙ্গে এবার সুর মেলালেন ওয়াসিম আকরাম। আইসিসিকে বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার।আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। নির্ধারিত সময়ে বৈশ্বিক এই আসর আয়োজন সম্ভব হলেও হয়তো তা করতে হবে দর্শকশূন্য মাঠে। এটাই মানতে পারছেন না ওয়াসিম।তার মতে, ভক্ত-সমর্থকের সমাগম ছাড়া ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা ঠিক হবে না। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের দৈনিক 'দ্য নিউজ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওয়াসিম এমন মন্তব্য করেন।''ব্যক্তিগতভাবে, আমার মতে এটি ভালো পরিকল্পনা নয়। দর্শক ছাড়া কীভাবে একটি ক্রিকেট বিশ্বকাপ সম্ভব! বিশ্বকাপ মানেই দর্শকের সমারোহ, নিজের দলকে সমর্থন করতে বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে সমর্থকরা আসবে। এমন আবহ দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে পাওয়া সম্ভব নয়।''কদিন আগে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস জানান, সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্টটি আয়োজন করায় ঝুঁকি দেখছেন তারা। আগামী ১০ জুন আইসিসির সভায় সিদ্ধান্ত হতে পারে অনিশ্চয়তায় থাকা এই বিশ্বকাপের।বিশ্বকাপটি নিয়ে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে নতুনভাবে ভাবার পরামর্শ দিলেন ওয়াসিম।''আমি বিশ্বাস করি, আইসিসির আরও উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। যখন এই মহামারী কমে যাবে এবং নিষেধাজ্ঞাগুলো শিথিল হবে, তখন আমরা একটি যথাযথ বিশ্বকাপ পেতে পারি।''সাক্ষাৎকারে করোনা পরবর্তী ক্রিকেটের নানা দিক নিয়েও কথা বলেন ওয়াসিম। বিশেষ করে, বলে লালা ব্যবহার নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যার একটি সমাধান দেখতে চান কিংবদন্তি এই পেসার।বলে লালা ব্যবহার না করতে সুপারিশ করেছে আইসিসি ক্রিকেট কমিটি। ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে আইসিসির নির্দেশনায়ও এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

শত কোটি ডলারের মালিক রোনালদো

ফুটবল মাঠে একের পর এক গড়ে চলেছেন অনেক রেকর্ড। এবার মাঠের বাইরে দারুণ এক কীর্তি গড়লেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। প্রথম ফুটবলার হিসেবে শত কোটি ডলারের মালিক হয়েছেন পর্তুগিজ তারকা।ফোর্বস সাময়িকী ২০২০ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ১০০ জন তারকার তালিকা প্রকাশ করেছে শুক্রবার। করসহ মোট সাড়ে ১০ কোটি ডলার আয় করে চতুর্থ স্থানে আছেন রোনালদো।এর মধ্য দিয়ে ইউভেন্তুসের এই তারকা ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়ি জীবনের আয় ছুঁয়েছে একশ কোটি ডলার। বর্তমানে খেলা মাত্র তৃতীয় অ্যাথলেট হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। এর আগে ২০০৯ সালে গলফ কিংবদন্তি টাইগার উডস ও ২০১৭ সালে বক্সার ফ্লয়েড মেওয়েদার এই অর্জনে নাম লেখান। গত বছর ১০ কোটি ৪০ লাখ ডলার আয় করে তালিকার পঞ্চম স্থানে আছেন সময়ের আরেক সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। সবার ওপরে আছেন মার্কিন মডেল কাইলি জেনার। তার আয় ১০ কোটি ৯০ লাখ ডলার। এরপর আছেন যথাক্রমে মার্কিন সঙ্গীতশিল্পী কেনি ওয়েস্ট (১০ কোটি ৭০ লাখ ডলার) ও টেনিস তারকা রজার ফেদেরার (১০ কোটি ৬৩ লাখ ডলার)।কিছুদিন আগে ফোর্বস সাময়িকীর ২০২০ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা অ্যাথলেট হয়েছিলেন রেকর্ড ২০ বারের একক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সুইস তারকা ফেদেরার।

টেনিস দিয়ে উদাহরণ গড়তে চান নাদাল

কোভিড-১৯ মহামারীতে মৃত্যুর মিছিল দিনে দিনে আরও দীর্ঘ হচ্ছে। এরই মাঝে মাঠে ফিরতে শুরু করেছে ফুটবল; মৌসুম পুনরায় শুরু করতে উঠেপড়ে লেগেছে স্পেন, ইতালি ও ইংল্যান্ডের লিগ ও ফুটবল কর্তৃপক্ষ। আর বুন্ডেসলিগা তো আগেই ফিরেছে। ফেরার পরিকল্পনায় আছে ক্রিকেটও। তবে এমন প্রতিকূল পরিবেশে কোর্টে নামার তাড়া নেই টেনিস তারকা রাফায়েল নাদালের।সবকিছু ঠিক থাকলে এখন চলতো ফরাসি ওপেন। শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে কোট মাতাতেন এই স্প্যানিয়ার্ড। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে পাল্টে গেছে পরিস্থিতি। এ অবস্থায় এখনই টেনিস ফেরানোর পক্ষে নন ১৯টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী তারকা। বরং সমাজের বাকীদের জন্য টেনিসের ইতিবাচক উদাহরণ গড়া উচিত বলে মনে করেন নাদাল।যতদিন পর্যন্ত বিশ্বের প্রত্যেক খেলোয়াড় নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে ভ্রমণ না করতে পারছেন, ততদিন কোনো টুর্নামেন্ট শুরু করা উচিত হবে না বলে মনে করেন নাদাল।আগামী ৩১ জুলাইয়ের আগে হচ্ছে না টেনিসের কোনো ট্যুর ইভেন্ট। পরিস্থিতির উন্নতি হলে অগাস্টে ইউএস ওপেনে খেলার ইচ্ছার কথা বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানান ৩৪ বছর বয়সী এই তারকা।''যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, একটি টেনিস টুর্নামেন্ট খেলতে আজ আমি নিউ ইয়র্কে ভ্রমণ করতে চাই কিনা, আমি বলব, না-করতে চাই না। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে পরিস্থিতি কতটুকু উন্নতি হবে, আমি জানি না।''''আমি নিশ্চিত, যদি টুর্নামেন্টটি আয়োজন করা হয়, তবে তা হবে অত্যন্ত নিরাপদ পরিবেশে। আর তা না হলে সেটা হবে অযৌক্তিক।''আগামী ৩১ অগাস্ট থেকে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ইউএস ওপেন শুরু করা সম্ভব হবে কিনা, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে চলতি মাসের শেষ দিকে। শেষ পর্যন্ত যাই হোক, টেনিস দিয়ে উদাহরণ গড়তে চান ইউএস ওপেনের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নাদাল।''আমার ভাবনা হলো-আমাদের দায়িত্বশীল হতে হবে, শক্ত বার্তা দিতে হবে, সমাজের জন্য ইতিবাচক উদাহরণ গড়তে হবে।''''আমাদের বুঝতে হবে যে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমরা কেবল তখনই টেনিসে ফিরতে পারি, যখন বিশ্বের সব দেশ থেকে সব খেলোয়াড় নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারবে। আমি আমার খেলা শতভাগ স্বচ্ছ ও সঠিক দেখতে চাই।''লকডাউনের মধ্যে পুরোপুরি টেনিস থেকে দূরে আছেন নাদাল। জানালেন, আড়াই মাস ধরে র‍্যাকেট হাতে নেননি তিনি। চোট এড়াতে ধীরে ধীরে অনুশীলনে ফিরছেন ক্লে কোর্টের রাজা।

হেটমায়ার-ব্রাভোদের ওপর ক্ষোভ নেই বোর্ডের

বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন না তিন ক্রিকেটার। তবে ড্যারেন ব্রাভো, শিমরন হেটমায়ার ও কিমো পলের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ নয় বোর্ড। বরং ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান নির্বাহী জনি গ্রেভ বলেছেন, এই তিনজনের সিদ্ধান্ত বোর্ড মেনে নিয়েছে এবং সম্মানও করছে ইংল্যান্ড সফরের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট স্কোয়াড থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন এই তিন ক্রিকেটার। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে তারা যেতে চান না এই সফরে। অতীতে ক্রিকেটারদের সঙ্গে নানা সময়ে অনেকবারই ঝামেলা হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের। এবার প্রধান নির্বাহীর বক্তব্য তাই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে স্বস্তি হ ে য . হ ে এসেছে ইএসপিএনক্রিকইনফোর সঙ্গে কথোপকথনে গ্রেভ জানিয়েছেন, ক্রিকেটারদের তারা আগেই বার্তা দিয়েছিলেন, মনে সামান্যতম সংশয় থাকলেও সফরে না যেতে, কারণ সেটা তাদের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলতে পারে। হেটমায়ার, ব্রাভো ও পলের সফরে না যেতে চাওয়ার মূল কারণ পারিবারিক।তিনজনের সিদ্ধান্তের পেছনের কারণও আলাদা ব্যাখ্যা করেছেন প্রধান নির্বাহী। পেস বোলিং অলরাউন্ডার পল বোর্ডের কাছে পাঠানো আবেগময় ই-মেইলে জানিয়েছেন বিস্তারিত।'' কিমো পল তার বিশাল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তার কিছু হলে পরিবার কীভাবে চলবে, এটি নিয়ে সে সত্যিই দুর্ভাবনায় ছিল। তার ব্যাপারটি জানিয়ে আমাদের কাছে লিখেছে যে, ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েই তাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, ইংল্যান্ডে যেতে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।''''সে খুব আবেগময় ভাষায় লিখেছে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলতে কতটা ভালোবাসে এবং এই সিদ্ধান্ত কতটা কঠিন ছিল। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে আলোচনার পর তার মনে হয়েছে, সফরে যাওয়া ঠিক হবে না।''গ্রেভ জানিয়েছেন, হেটমায়ার সফরে যাচ্ছেন না, কারণ 'পরিবারকে রেখে ইংল্যান্ড সফরে যাওয়া তার নিরাপদ মনে হচ্ছে না এবং স্বস্তি পাচ্ছে না।'ব্রাভোর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে ইংল্যান্ডের কোভিড-১৯ পরিস্থিতি। এমন কোনো ঝুঁকি এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান নিতে চাননি, যা তার পরিবারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।প্রধান নির্বাহী বলেছেন, তিনজনের কারণই তাদের কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছে এবং কাউকে তারা জোর করবেন না বা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলবেন না।''জীবাণুমুক্ত পরিবেশে'' তিন ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজ শুরু হবে আগামী ৮ জুলাই। তবে দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে থাকতে ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ক্যারিবিয়ানরা ইংল্যান্ডে যাচ্ছে এক মাস আগেই।

বুমরাহর চোখে ইয়র্কারে সেরা মালিঙ্গা

ইয়র্কারে সময়ের সেরাদের একজন জাসপ্রিত বুমরাহ। অনেকের মতে, তিনিই সেরা। তবে এই ভারতীয় ফাস্ট বোলার এগিয়ে রাখছেন আরেক জনকে। লাসিথ মালিঙ্গার ইয়র্কারকে এখনও সেরা মানছেন বুমরাহ।মালিঙ্গা এক সময় ইয়র্কারকে নতুন উচ্চতায় তুলে নিয়েছিলেন। তার গতিময় সব ইয়র্কার দিনের পর দিন যেমন স্টাম্প গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তার স্লোয়ার ইয়র্কারও ব্যাটসম্যানদের ভুগিয়েছে যথেষ্ট। বয়সের সঙ্গে সেই গতি যেমন কমেছে, তেমনি কমেছে ধার। তবে বুমরাহর চোখে, কমেনি ৩৬ বছর বয়সী মালিঙ্গার ইয়র্কারের কার্যকারিতা।আইপিএল দল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে মালিঙ্গাকে 'মেন্টর' হিসেবে পেয়েছেন বুমরাহ, পেয়েছেন সতীর্থ হিসেবেও। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের টুইটার থেকেই জানা গেল ইয়র্কার নিয়ে বুমরাহর অভিমত।''বিশ্বের সেরা ইয়র্কার বোলার লাসিথ মালিঙ্গা। দীর্ঘ সময় ধরে এটিকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে সে।''গত আইপিএলের ফাইনালেও দেখা গেছে মালিঙ্গার ইয়র্কারের প্রভাব। ফাইনালের ম্যাচ সেরা হয়েছিলেন বুমরাহ। তবে শিরোপা জয়ের মুহূর্তটি এসেছিল মালিঙ্গার হাত ধরে। আগের ওভারগুলোয় খরুচে হলেও শেষ ওভারের শেষ বলে দারুণ এক স্লোয়ার ইয়র্কারে চেন্নাই সুপার কিংসের শেষ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন মালিঙ্গা। ১ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছিল মুম্বাই।করোনাভাইরাস বিরতিতে বুমরাহ আপাতত ফিটনেস ট্রেনিং চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের মতো। বোলিংয়ে ফিরতে তিনি মুখিয়ে আছেন, তবে আছে খানিকটা দুশ্চিন্তাও।''সপ্তাহের ৬ দিনই ট্রেনিং করছি। তবে লম্বা সময় ধরে বোলিং করি না। তাই জানি না, বোলিং শুরু করার পর শরীর কীভাবে সাড়া দেবে।''

এক ভেন্যুতে এএফসি কাপ

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে স্থগিত থাকা এএফসি কাপ-২০২০ মাঠে ফেরার অপেক্ষায়। দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ভেন্যুর ব্যাপারটিও আছে ঝুলে। তবে এটা নিশ্চিত যে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট তিন দেশের যেকোনো একটিতে বা নিরপেক্ষ ভেন্যুতে 'হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে' ভিত্তিতে হবে সবগুলো ম্যাচ।'এফ' গ্রুপের চার দলের মধ্যে দুটি দল মালদ্বীপের; একটি ভারতের ও একটি বাংলাদেশের (বসুন্ধরা কিংস)। ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এএফসির শুক্রবারের অনলাইন মিটিংয়ে ছিলেন এই তিন দেশের প্রতিনিধিরাও।বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, ভারত ও মালদ্বীপের প্রতিনিধিরা মোটামুটি তিন দেশের নির্দিষ্ট একটি ভেন্যু বা নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে বলে জানান বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগ।''দক্ষিণ এশিয়ার যে তিনটি দেশ, তারা সবাই মোটামুটি একসাথে স্বীকার করেছে এএফসি কাপের যে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ম্যাচের অরিজিনাল ফরম্যাট, সেগুলো সার্বিক পরিস্থিতির বিচারে সম্ভব নয়। এএফসির প্রস্তাবনা অনুযায়ী, সবাই মোটামুটি মেনে নিয়েছে একটা সেন্ট্রাইলাইজ ভেন্যুতে ম্যাচগুলো আয়োজন করার বিষয়টি। সেখানে বাকি ম্যাচগুলো হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে আয়োজনের ব্যাপারে সবাই মোটামুটি ইতিবাচক মতামত দিয়েছে। তাহলে ম্যাচগুলো কমবে না।''''এএফসি হয়ত এই ম্যাচগুলো আয়োজনের ব্যাপারে সবাইকে একটা সুযোগ দিবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে আমরা বসুন্ধরা কিংসের মতামত অনুযায়ী তাদেরকে বলেছি, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ কোনো ভেন্যুতে করা যায় কিনা দেখতে। অবশ্য ভারতে গিয়েও আমাদের দলটি খেলতে চায় না। কেননা, সেখানে আমরা ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা গত দু-এক বছর ফেস করেছি। এছাড়াও আমরা বলেছি কভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে যদি আশিয়ান কোনো দেশ হয়, হতে পারে এএফসি হেডকোয়ার্টার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরসেখানে ম্যাচগুলো হতে পারে।''বিষয়গুলো আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে। তবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে সমান সংখ্যক ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে দলগুলো মোটামুটি ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে বলে জানান সোহাগ। দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এএফসির কাছ থেকে এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।এ বছরের মধ্যেই এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন এএফসি কাপ শেষ করতে আগ্রহী বলেও জানান সোহাগ। সেক্ষেত্রে প্রতিটি দলকে নতুন করে খেলোয়াড় নিবন্ধন করার সুযোগ এএফসি দিবে বলেও জানান তিনি।''আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যে এএফসি কাপের এই গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলো কিভাবে শেষ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষ হলেও পরবর্তী পর্যায়ে আরও অনেক ম্যাচ থাকবে। তো এএফসির চাওয়া হচ্ছে ২০২০ সালের এএফসি কাপ নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যেই শেষ করা।''

''ক্লাবগুলোর প্রস্তাবনাগুলো মেনে নিয়ে এএফসিও নিশ্চিত করেছে, পুনরায় শুরুর আগে আরেকটি ট্রান্সফার উইন্ডো ওপেন করা হবে। খেলোয়াড় নিবন্ধনের বিষয়গুলো যেন সংশ্লিষ্ট দলগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে।''গত মার্চে এরনান বার্কোসের হ্যাটট্রিকে মালদ্বীপের দল টিসি স্পোর্টসকে ৫-১ গোলে হারিয়ে এএফসি কাপে শুভসূচনা করেছিল বসুন্ধরা কিংস।

শিরোপা স্বপ্নে লিভারপুল

তাদের জিততে হবে প্রতিপক্ষের মাঠে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পুনরায় শুরুর তারিখ জানা গিয়েছিল আগেই। এবার প্রথম তিন রাউন্ডের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেছে লিগ কর্তৃপক্ষ। ৩০ বছরের লিগ শিরোপা খরা কাটানোর লক্ষ্যে ২১ জুন আবার মাঠে নামবে লিভারপুল, প্রতিপক্ষ এভারটন।নিজেদের ওয়েবসাইটে শুক্রবার ২৯তম রাউন্ডের বাকি দুই ম্যাচসহ এই সূচি প্রকাশ করে প্রিমিয়ার লিগ।

করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৩ মার্চ থেকে স্থগিত আছে প্রিমিয়ার লিগ। আগামী ১৭ জুন শেফিল্ড ইউনাইটেড-অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচ দিয়ে আবার মাঠে গড়াবে ইংল্যান্ডের শীর্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতাটি।একই দিন মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল। ২৯তম রাউন্ডের এই দুটি ম্যাচই বাকি রয়েছে।দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে ২৫ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। বাকি ৯ ম্যাচের দুটি জিতলে অন্য কোনো হিসেব ছাড়াই শিরোপা নিশ্চিত হবে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলের।আর্সেনালের বিপক্ষে পেপ গুয়ার্দিওলার দল সিটি হারলে মাঠে ফেরার প্রথম দিনই শিরোপা নিশ্চিত করার সুযোগ থাকবে লিভারপুলের সামনে। সেক্ষেত্রে

হিগুয়াইনকে নিয়ে শঙ্কা

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে মৌসুম আবার শুরু করার আগে একটা ধাক্কা খেল ইউভেন্তুস। দলীয় অনুশীলনের সময় পায়ের মাংশপেশিতে চোট পেয়েছেন গনসালো হিগুয়াইন। দলের আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের চোটের বিষয়টি বৃহস্পতিবার টুইট করে জানায় ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। "আজকের (বৃহস্পতিবার) অনুশীলন চলাকালীন সময় হিগুয়াইন ডান পায়ের ঊরুর পেশিতে চোট পেয়েছেন। সামনের দিনগুলোতে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে।" ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে তাই কোপা ইতালিয়ার সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। আগামী ১২ জুন নিজেদের মাঠে হতে পারে ম্যাচটি, প্রতিপক্ষ এসি মিলান।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

অগ্রগতি থামিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৭।। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, দেশ যখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ধাবমান গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আবারও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের এই অগ্রগতি থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, সেজন্যই ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের বৈঠক হয়, ষড়যন্ত্র হয়। রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলে সাংবাদিক শাবান মাহমুদ রচিত 'শেখ হাসিনার জীবন কথা' গ্রন্থের প্রকাশ অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আজও বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে তার রাজনৈতিক প্রতিপ, দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রতিপ, দেশের প্রতিপ রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। সেজন্যই মধ্যপ্রাচ্যে গোপন বৈঠক হয়। শেখ হাসিনাকে ঊনিশবার হত্যার অপচেষ্টা হয়েছে জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আজও শেখ হাসিনাকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার পুরো জীবনটা সংগ্রামের। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যে এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তা নয়। অনেক দুঃখ আর বেদনা নিয়ে সংগ্রামের একটি জীবন হচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনার জীবন। আজও তিনি সংগ্রামের মধ্যে।

কর্ণাটকে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক প্রসূতির সহ নিহত সাত

বেঙ্গালুরু, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বেপরোয়া গতির বলি। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে বেপরোয়া গাড়ি সজোরে ধাক্কা। নিহত এক প্রসূতি সহজ সাত। রবিবার সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি সাক্ষী রইল কর্ণাটকের সভালাগী গ্রাম। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে ঘটনাস্থলেই সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটি সামনের দিক একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। পথ দুর্ঘটনার মামলা দায়ের করা হয়েছে কালাবুরাগী থানায়। নিহতদের শনাক্ত করা গিয়েছে। নিহতরা হলেন বছর পঁচিশের প্রসূতি ইরফানা বেগম, রুবিয়া বেগম (৫০), আবেদাবি(৫০), জয়াচুনবি, মুনির, মহম্মদ আলী শওকত আলী।

অভয় মিশনের উদ্যোগে ৫০ জন দুস্থ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ সেপ্টেম্বর।। করোনার প্রথম থেকে শুরু করে দীর্ঘ কয়েকমাস যাবৎ বিভিন্ন এনজিও থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা কর্মী, এমনকি রাজধানীর সামান্য ঠেলা চালক ও বিভিন্ন অসহায় পরিবারের মধ্যে খাবার সামগ্রী বিতরণ করেছেন। শনিবার মেলাঘর মোহনভোগ ব্লকের অন্তর্গত ঘ্রানতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন অসহায় পরিবারের মধ্যে অভয় মিশনের উদ্যোগে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করে।বিতরনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাইজেলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি, অভয় মিশন এর কনভেনার, সেক্রেটারি। আরো উপস্থিত ছিলেন মোহনভোগ ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান, ঘ্রানতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যানরা।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুতরা সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি-নিজস্ব।

বিলোনীয়ায় সংবাদিক আক্রান্তের সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবীতে ফের পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর।। বিলোনিয়া বড়পাথরী বাজারে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুই জন সংবাদ কর্মী আক্রান্ত হয়েছিলেন। আক্রমনকারী চার জনের বিরুদ্ধে পি আর বাড়ি থানাতে মামলা দায়ের করার আটচল্লিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও শাসক দলের কর্মী হওয়ার সুবাদে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার সাহস দেখাতে পারছে না পুলিশ। কিন্তু স্থানীয় শাসক দলের নেতৃত্বরা সাংবাদিকদের মারধরের ঘটনাকে আস্কারা দিয়ে আক্রমনকারী দের বাঁচাতে উঠে পড়ে লেগেছে। এমনকি আক্রান্ত দুই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে পাল্টা মামলা করে আক্রমনকারিরা। আক্রান্ত দুই জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যে মামলা দিয়েছে তা নিয়ে বিলোনিয়াতে হাসির রোল সৃষ্টি হয়েছে।
গত শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার পরই স্থানীয় সাংবাদিকের এক প্রতিনিধি দল দক্ষিণ জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সাথে দেখা করে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি সহ সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবি জানায়।
দোষীদের আটক করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দেন জেলা শাসক, মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে মহকুমা পুলিশ আধিকারীক। কিন্তু আটচল্লিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত করার পরেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে রবিবার আবারো স্থানীয় সাংবাদিকের এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার জৈল সিং মিনার সাথে। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করে আলোচনা করেন। জেলার পুলিশ সুপার সেই দিনের ঘটনার বৃত্তান্ত শুনেন আক্রান্ত দুই সাংবাদিকদের কাছ থেকে। ঘটনায় বৃত্তান্ত শুনার পর দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন বলে আশ্বাস দেন।

গণ্ডারের খড়গ চোরাকারবারের নয়া মোড়, কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের দুই বনকর্মী সহ আটক তিন

কাজিরঙা (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে গণ্ডারের খড়গ বিক্রির সঙ্গে জড়িত চার চোরা কারবারিকে গত ২৫ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করেছিল বোকাখাত থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে একজন অতিমারি কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছে। গণ্ডারের খড়গ চোরা কারবারের ঘটনায় ইতিমধ্যে আরও নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। কাজিরঙায় কর্মরত দুই অস্থায়ী বন কর্মী সমেত ডিফু থেকে আরও একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
ধৃত চারজনের মধ্যে একজন বিমান টার গণ্ডারের খড়গের একটি টুকরো চলতি বছরের ১০ সেপ্টেম্বরে ডিফুর মানসিং তেরাং নামের এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছিল বলে পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে। বিমান টার-এর জবানবন্দির ভিত্তিতে কারবি আংলং জেলার পুলিশ তড়িঘড়ি গতকাল ২৬ সেপ্টেম্বর ডিফু থেকে মানসিং তেরাংকে খুঁজে বের করে পাকড়াও করেছে। তার পর তাকে আটক করে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষের কাছে সমঝে দিয়েছে পুলিশ।
এদিকে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের কেঁহরা বনাঞ্চলের অধীনে হাতির মাহুত হিসেবে কর্মরত অস্থায়ী বনকর্মী অশোক ভূঞা এবং হবিবুর রহমানকে খড়গ চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে আটক করেছে পুলিশ। বন বিভাগের তরফ থেকে তাদের দুজনকেই আদালতে হাজির করা হয়েছে। আদালত দুই অস্থায়ী বন কর্মীকেই জেলে পাঠিয়েছে। ধৃত ওই দুই অস্থায়ী বনকর্মী ২০১৮ সালে কর্তব্যরত অবস্থায় কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ভেতরে একটি গণ্ডারের খড়গ পেয়েছিল। সেই খড়গ রামেশ্বর চিনারকে দিয়েছে বলে পুলিশি জেরায় তারা স্বীকার করেছে।
প্রসঙ্গত, কাজিরঙার ডিএফও রমেশ গগৈ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে তালাশি অভিযান চালান। সেই অভিযানে হাতিখুলি বরবিল গ্রামের মিসিং যুবক ধনপুর কার্ডং, ইংলেং পথারের হরিরাম ইংতি, রামেশ্বর সিংনার এবং কারবি আংলং জেলার অন্তর্গত রঙাগড়ার বিমান টারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ধৃত চারজনেরই কোভিড-১৯ সংক্রমণ রয়েছে কিনা তা দেখতে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে মিসিং যুবক ধনপুর কার্ডংয়ের কোভিড পডিটিভ ধরা পড়েছে। এর পর তাদের আদালতে হাজির করানো হয়। করোনা আক্রান্ত ধনপুর কার্ডংকে কোভিড হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।
অন্যদিকে কারবি আংলং জেলার রঙাগড়ার বিমান টার-কে বন বিভাগের হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকি দুজন ইংলেই পথারের হরিরাম ইংতি এবং রামেশ্বরকে সিংনারকে আদালত জেলে পাঠিয়েছে।

বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রস্থলের জন্য সব ধরনের উপাদান রয়েছে ডিমা হাসাওয়ে, হাফলঙে বিশ্ব পর্যটন দিবসে বলেছেন সিইএম

হাফলং (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ডিমা হাসাও জেলা। রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলায় বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সব ধরনের উপাদান রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই পাহাড়ি জেলা সবসময়ই দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান। এক সময় শান্তির দ্বীপ হিসেবেই পরিচিত ছিল পূর্বতন উত্তর কাছাড় তথা বর্তমান ডিমা হাসাও জেলা। কিন্তু ৯০-এর দশকের পর থেকে প্রায় দেড় দশক জঙ্গি সমস্যার দরুন এই পাহাড়ি জেলার উন্নয়ন থমকে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে জেলায় শান্তির বাতাবরণ ফিরে আসায় পর্যটনের সম্ভাবনা প্রচুর বেড়ে গেছে।এক সময় পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে বিখ্যাত জাটিঙ্গার টানে দেশ বিদেশের পর্যটকদের আসা যাওয়া লেগেই থাকতো। কিন্তু ৯০-এর দশকের পর জঙ্গি সমস্যার দরুন পর্যটকদের আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে পড়েছিল। তবে এখন পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় আবার পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে পাহাড়ি জেলায়। তাই ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রাজ্যের পর্যটন নিগম সহ রাজ্য সরকার ও উত্তর কাছাড় স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ।
রবিবার জেলা পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে হাফলঙে পালিত হয়েছে বিশ্ব পর্যটন দিবস। এদিন সকাল ৮ টায় হাফলং লেকে নৌকা ঘরের সামনে থেকে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে এক দৌড় প্রতিযোগিতার ফ্ল্যাগ অফ করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় পর্যটন শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি এই জেলা অসমের মধ্যে এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্র স্থল হিসেবে গড়ে উঠলে জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়ার পাশাপাশি বেকারত্ব সমস্যার সমাধান হবে। এই মন্তব্য করে সিইএম বলেন, ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলতে পার্বত্য পরিষদ সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।এদিন বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য পরিষদের অধ্যক্ষ রাণু লাংথাসা ছাড়াও পার্বত্য পরিষদের ইএম নন্দিতা গারলোসা, পরিষদ সদস্য নজিত কেম্প্রাই, হাফলং পুর বোর্ডের চেয়ারম্যান মনজিৎ নাইডিং ও জেলাশাসক পল বরুয়া।এদিকে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রস্থল চিহ্নিত করে এগুলিকে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য উমরাংসো পানিমুর জলপ্রপাত, উমরাংসো তিংবুং গলফ কোর্স, উমরাংসো মিয়ুংমা দাওগা জলপ্রপাত, কপিলি হ্রদ, মাইবাং দেদাওদ্বীপ জলপ্রপাত, মাইবাঙে এক পাথরের ঘর এবং মাইবাং রাজবাড়ি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছে।

বিজেপির সূর্যমনিনগর মন্ডল কায্যকারিনী বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ সেপ্টেম্বর।। ১৮ সূর্যমনিনগর মন্ডল কায্যকারিনী বৈঠক করা হয় আমতলী স্কুল কমিটি হলে। এদিনেই কার্যকারী নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, মন্ডল সভাপতি মান্তু দেবনাথ, ব্লক চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস, সদর জেলার সভাপতি ডঃ অলক ভট্টাচার্যী, রাজ্য কমিটির সদস্য মানিক দাস প্রমুখ। বিগত দিনে যে কাজকর্ম হয়েছে এবং আগামী দিন কি কি কাজ করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয় এই বৈঠকে।

গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে ১৭৩৬ জনকে নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৬৯১১০, মৃত মোট ৬৩৮ জন, পজিটিভের হার ৬.৭২ শতাংশ

গুয়াহাটি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫,৮৩১ জনের টেস্টের পর নতুন ১,৭৩৬ জন কোভিড-১৯-এ সংক্রমিত হয়েছেন। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৬৯, ১১০। পাশাপাশি গত রাত পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন আরও ১৩ জন। তাঁদের নিয়ে মৃতের সংখ্যা ৬৩৮ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শনিবার রাত পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে করোনায় সুস্থ হয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরে গেছেন ১,৫৯৫ জন। তাঁদের নিয়ে মোট ১,৩৮,৩০৭ জন রোগীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এখনও সক্রিয় রয়েছেন ৩০,১৬২ জন রোগী। বিভিন্ন হাসতপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।
গতকাল রাতে পর পর তিনটি টুইট আপডেটে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, ২৫,৮৩১ জনের কোভিড টেস্টে নতুন ১,৭৩৬ জনের দেহে পজিটিভ ধরা পড়েছে। টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার কমে হয়েছে ৬.৭২ শতাংশ। পজিটিভদের মধ্যে সর্বাধিক কামরূপ মহানগর জেলার ৩৯৭ জন, যোরহাটের ১৪৫ জন এবং ডিব্রুগড় জেলার ১৩০ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে।
এদিকে গতকাল সারাদিনে করোনায় সংক্রমিত হযে মৃত্যুবরণকারী আরও তেরোজনের নাম প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। তাঁরা করিমগঞ্জের শামিম খালেদ (৪৩), শিবসাগরের দুজন রাজীব আহমেদ (৪৮) ও গন্ধেশ্বর বরা (৭৬), ধেমাজির সারদা ছেত্রি (৩০), হোজাইর ধৃতিমান পাল (৪৮), গোলাঘাটের তিনজন যথাক্রমে বৈশাখী কালিন্দি (৬৫), কর্ণ তাঁতি (৭৩) ও অমলজ্যোতি বরা (৫২), যোরহাটের দুজন সরুকন শইকিয়া (৭৫) ও বীরেন বরা (৬৬), ওদালগুড়ির রঞ্জিত শইকিয়া (৬৫), শোণিতপুরের আগবি সোরেন (৫৫) এবং নগাঁওয়ের রজনী বরা (৬০)। নিহতদের প্রতি গভীর শোক জানিয়ে তাঁদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

পূর্ব লাদাখে টি ৯০, টি ৭২ ট্যাঙ্ক মোতায়েন করল ভারতীয় সেনাবাহিনী

লেহ, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন রুখতে তৎপর ভারতীয় সেনাবাহিনী। কোর কমান্ডার পর্যায়ে একাধিক বৈঠক হওয়া সত্বেও চিন যে নিজের অভ্যাস থেকে পিছু হটবে না সেটা ধরে নিয়েই কার্যত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে ভারত। পূর্ব লাদাখের এলএসি লাগোয়া এলাকাগুলিতে বিপুল পরিমাণ সেনা সমাবেশ করিয়েছে ভারত। এমনকি প্যাংগং ঝিলের দুই পারের গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্গগুলিকে নিজেদের দখলে নিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। চিনের যে কোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অত্যাধুনিক টি৯০, টি৭২ ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এ ছাড়াও বি এম পি ২ ইনফ্যান্টি কম্বাট ভেহিকেল যা কিনা মাইনাস ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসেও সমান ভাবে দক্ষ তা মোতায়েন করেছে। পূর্ব লাদাখের চুমার - ডেমচক এলাকায় এই অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র মোতায়েন করেছে ভারত। এই প্রসঙ্গে ১৪ নম্বর কোরের মেজর জেনারেল অরবিন্দ কাপুর জানিয়েছেন, এত কঠিন, প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারত তথা বিশ্বে ফায়ার এন্ড ফিউরি হচ্ছে সম্ভবত একমাত্র মেকানাইজড ডিভিশন যা কিনা মোতায়েন করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এই সকল কমব্যাট ভেহিকল, ট্যাংককে রক্ষণাবেক্ষণ করাটা খুব কঠিন। শীতকালের কঠিন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই প্রস্তুতি যে তারা নিয়েছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অরবিন্দ কাপুর। অতিরিক্ত শীতে সেনাবাহিনীদের জন্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুদ করা হয়েছে আউটপোস্টগুলিতে তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। অতিরিক্ত শীতে ট্যাঙ্কগুলির জ্বালানির অভাব যাতে না হয় তার জন্য তিন ধরনের জ্বালানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নতুন ৪২ জন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান সহ মিজোরামে কোভিড পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে ১৮৩৫

আইজল, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২ জন নিরাপত্তা বাহিনী জওয়ান সহ মিজোরামে ৪৯ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাঁদের নিয়ে রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৮৩৫।
সরকারি তথ্য জানা গেছে, পজিটিভ প্রাপ্ত ৪২ জন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে ২৭ জন আসাম রাইফেলস এবং ১৫ জন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ান। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের ছাড়া বাকি সাতজনের মধ্যে পাঁচ জন মিজোরাম এবং অন্য দুজন বহিঃরাজ্যের বাসিন্দা। তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্তকৃতদের মধ্যে ৩৮ জন আইজল, ৮ জন সারচিপ জেলা, দুজন লাওয়াংতাই এবং একজন লুংলেই জেলার নাগরিক। এছাড়া মিজোরামে এখনও ৫৪৬ জন সক্রিয় কোভিড-১৯ রোগী রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাছাড়া ১,২৮৯ জন চিকিৎসা লাভ করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মিজোরামে এখনও কেউ মৃত্যুবরণ করেননি।

করোনায় আক্রান্ত উমা ভারতী

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত বর্ষীয়ান বিজেপি নেত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উমা ভারতী।শনিবার গভীর রাতে টুইট করে নিজের আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছেন উমা ভারতী নিজে।বিগত কয়েক দিনে তার সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি।বিগত তিনদিন ধরে হাল্কা জ্বর ছিল।সামাজিক দূরত্ব সহ অন্যান্য বিধি মানা সত্বেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন উমা ভারতী।
শনিবার গভীর রাতে নিজের টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন যে বর্তমানে হিমালয়ের হরিদ্বার এবং ঋষিকেশের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত বন্দেমাতরম কুঞ্জে একান্তবাসে রয়েছেন। আগামী চারদিন পর তার ফের করোনা পরীক্ষা হবে। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট যদি পজিটিভ আসে তবে চিকিৎসকের মতামত নেওয়া হবে।
উল্লেখ করা যেতে পারে করোনায় এর আগে আক্রান্ত হয়েছিলেন একাধিক বিজেপি শীর্ষস্থানীয় নেতারা। এই তালিকায় রয়েছে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি মুখপত্র সম্বিত পাত্র। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

পাথারকান্দির সলগই শিবমন্দিরের রাস্তা নির্মাণের ফলক উন্মোচন বিধায়কের

সলগই (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্য সরকারের 'অসম দর্শন' প্রকল্পের অধীনে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার সলগই শিবমন্দির থেকে ত্রিপুরাগামী ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক পর্যন্ত প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে রাস্তা নির্মাণের ফলক উন্মোচন করেছেন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। রাস্তা নির্মাণের ফলক উন্মোচনের সময় বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন গোলাপচাঁদ কানু, কান্তাপ্রসাদ যাদব, রামচন্দ্র গোয়ালা, অম্বিকা বৈদ্য , চন্দন কালোয়ার, গিরিন্দ্র বৈদ্যা, বিকি যাদব সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
অসম দর্শন প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন দেবালয় ও উপাসনাস্থলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকার এই প্রকল্পের প্রচলন শুরু করেছে। এরই সুবাদে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় বহু প্রকল্প কার্যকর করেছেন। এর কাজ চলছে জোর গতিতে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে পাথারকান্দির বিভিন্ন দেবালয় এক নতুন রূপ ধারণ করবে বলে দাবি করেছেন বিধায়ক।

কৃষক বিলের প্রতিবাদে রাস্তায় শিখ সংগঠন

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): কলকাতা এবার কৃষক বিলের প্রতিবাদ দেখিয়ে রাস্তায় নামল কলকাতা শিখ সংগত। রবিবার সকালে সন্থ কুঠিয়া গুরুদ্বারা থেকে তারা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এলগিন রোড হয়ে মিছিল সোজা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে পৌছায়।
এদিন এই সংগঠন অভিযোগ করে জানায়, নতুন কৃষক বিলে কোনও ভাবেই স্বার্থ রক্ষিত হয়নি কৃষকদের। এই বিলের ফলে ছোট বড় সব ধরণের কৃষকেরা সমস্যায় পরবেন। পাশাপাশি কৃষকের যে ক্ষমতা এত দিন ছিল নিজের জমির ওপর। এবার সেই ক্ষমতা চলে যাবে পুঁজিপতিদের হাতে সরাসরি। তাদের আরও অভিযোগ, 'এক প্রকার ইংরেজ আমলের সেই নিলকর চাষির বিভীষিকার দিন ফিরিয়ে আনতে
ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬০-লক্ষ, মৃত্যু বেড়ে হল ৯৪,৫০৩ জন

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত ভারতে। বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষের পৌঁছে গেল । রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯,৯২,৫৩২-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,১২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৮,৬০০ জন। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৪,৫০৩ জন এবং মোট সংক্রমিত ৫৯,৯২,৫৩২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৯,৪১,৬২৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯,৫৬,৪০২জন।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুসারে রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশের মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক এবং উত্তরপ্রদেশ-এই পাঁচ রাজ্যে করোনার প্রভাব সর্বাধিক। গত ২৪ ঘণ্টায় এই ৫ রাজ্যেই সবচেয়ে মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই রাজ্যগুলিতে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯,১৭৬। যা গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের আক্রান্তের সংখ্যার ৫৫.৫০ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৯, ৮৭,৮৬১ জনের কোভিড টেস্ট হয়েছে।
ভারতের কোভিড পরিসংখ্যানে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। এখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,০০, ৭৫৭। কোভিড সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ৩৪,৭৬১ জনের। সংক্রমণ সারিয়ে সুস্থ হয়েছে ৯,৯২,৮০৬ জন। মহারাষ্ট্রে অ্যাকটিভ কেস ২, ৭৩,১৯০।
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬,৬১,৪৫৮। কোভিড সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ৫৬০৬ জনের। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৫, ৮৮,১৬৯ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা ৬৭,৬৮৩।
তৃতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু। এখানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৬৯,৩৭০ জন। মৃত্যু হয়েছে ৯১৪৮ জনের। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫,১৩,৮৩৬ জন। তামিলনাড়ুতে অ্যাকটিভ কেস ৪৬,৩৮৬।
চতুর্থ স্থানে রয়েছে কর্নাটক। এখানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৫৭,২১২ জন। কোভিড সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ৮৪১৭ জনের। সংক্রমণ সারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৪,৫০,৩০২ জন। কর্নাটকে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা ৯৮,৪৯৩।
পঞ্চম স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৭৮,৫৩৩। মৃত্যু হয়েছে ৫৪৫০ জনের। কোভিড সংক্রমণ সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩,১৩,৬৮৬ জন। উত্তরপ্রদেশে অ্যাকটিভ কেস ৫৯, ৩৯৭। বিশ্বের কোভিড পরিসংখ্যানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। প্রথম স্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি। সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। আর সংক্রমণ সারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ২ কোটি ৪৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ।-

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।